রিট মামলা ॥ বেঞ্চ পুনর্গঠন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ অবশেষে বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমান ও বিচারপতি শহীদুল ইসলাম সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চের রিট মামলা বিচারের ক্ষমতা পরিবর্তন করে বেঞ্চ পুনর্গঠন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বিচারপতি মোঃ ইমান আলী ও বিচারপতি এ এফ এম আবদুর রহমান সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চকে রিট এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। আজ থেকে বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমান ও বিচারপতি শহীদুল ইসলাম সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চকে দেওয়ানী মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সোমবার প্রধান বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন তাঁর ক্ষমতাবলে এই দুটি বেঞ্চ পুনর্গঠন করেন।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়সীমা প্রশ্নে রিটের চূড়ান্ত শুনানির একদিন আগে বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ পুনর্গঠন করা হলো। পূর্বনির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী আগামীকাল এই রিটের চূড়ান্ত শুনানি শুরু হওয়ার কথা ছিল। শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াসহ শীর্ষ রাজনীতিবিদদের মামলা থাকায় বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমান ও বিচারপতি শহীদুল ইসলাম সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের এই বেঞ্চ প্রায় দীর্ঘদিন যাবত সকলের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী আজম জে চৌধুরীর মামলা জরুরী বিধিমালায় অন্তর্ভুক্তি অবৈধ ও মামলাটি বাতিল ঘোষণা করে বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমান ও বিচারপতি শহীদুল ইসলাম সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রায় দিয়েছিল। এছাড়া আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সম্পদের বিবরণ চেয়ে দুদক নোটিস অবৈধ ঘোষণা করে রায় দিয়েছিল আলোচিত এই বেঞ্চ। ১৮ ফেব্রুয়ারি ভারপ্রাপ্ত আইন সচিব হিসাবে কাজী হাবিবুল আওয়ালের নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেয় হাইকোর্টের এই বেঞ্চ। বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমান ও বিচারপতি শহীদুল ইসলাম সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সম্পদের বিবরণ চেয়ে নোটিসের কার্যকারিতা স্থগিত করে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী নুর আলীর দায়ের করা চাঁদাবাজি মামলা ও বার্জ মাউন্টেড মামলায় তাঁর জামিন মঞ্জুর করে এবং মামলার কার্যক্রম স্থগিত করে। এছাড়া খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়ের করা গ্যাটকো দুর্নীতির মামলার কার্যক্রম স্থগিত ও জামিন মঞ্জুর করে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিয়েছে বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমানের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ। বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার বড় ছেলে তারেক রহমান ও আরাফাত রহমান কোকো পৃথক পৃথক মামলায় এই আদালত থেকে জামিন লাভ করেন।

এছাড়া আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য সাজেদা চৌধুরী, সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, আওয়ামী লীগ নেতা সালমান এফ রহমান, সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, সিগমা হুদা, মোসাদ্দেক আলী ফালু, বিটিআরসির সাবেক চেয়ারম্যান তৈমুর আলম খন্দকার, বিজেপি চেয়ারম্যান নাজিউর রহমান মঞ্জু, মহীউদ্দীন খান আলমগীর, আমানউল্লাহ আমান, সাবেরা আমান প্রমুখের বিভিন্ন মামলার বৈধতা নিয়ে এই আদালতে রিট দায়ের হয়। বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমানের নেতৃত্বাধীন এই বেঞ্চ কোন মামলার কার্যক্রম স্থগিত করে, কোন মামলায় জামিন মঞ্জুর করে আবার কোনটিতে রুল জারি করে। আদালতের আদেশে আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফরুল্লাহ, ব্যবসায়ী আবদুল আউয়াল মিন্টু, নুরুল ইসলাম বাবুল ও সাবেরা আমান প্রমুখ জামিন লাভ করেছে। বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমান ১৯৯৬ সালের পহেলা জুন হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ পান।

জনকণ্ঠ ছিল—আছে—থাকবে

কাইউম পারভেজ, সিডনি থেকে ॥ দুই হাজার দুই সালের ৩১ জুলাই আমার একটি লেখা বেরিয়েছিল জনকণ্ঠের চতুরঙ্গের পাতায়। লেখাটির শিরোনাম ছিল "জয় করে তবু ভয় কেন যায় না!" লেখাটি লিখেছিলাম সে সময়ে সদ্য নির্বাচিত জোট সরকারের কাছে প্রশ্ন রেখে– যারা তখন উঠেপড়ে লেগেছিল জনগণের কণ্ঠ রোধ করতে। অর্থাৎ 'জনকণ্ঠ' কে রোধ করতে। জনকণ্ঠের অপরাধ– জনকণ্ঠ সত্য কথা বলে দেয়। খবরের অন্তরালের খবর টেনে বের করে আনে, হোক না সে যতই অপ্রিয়। জনকণ্ঠ মুক্তিযুদ্ধের এবং স্বাধীনতার সপক্ষের পত্রিকা, তাই স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রশ্নে জনকণ্ঠের কোন আপোস নেই। কখনও ছিল না। কোনদিনই থাকবে না। আর সেটাই হলো জনকণ্ঠের কাল। তাই স্বাধীনতা বিরোধীদের দোসর অথবা আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে যারাই ক্ষমতায় আসে তাদের প্রথম টার্গেট হয় জনকণ্ঠ। ভাবে জনকণ্ঠের টুঁটি টিপে ধরলেই বুঝি জনগণের টুঁটি টিপে ধরা যাবে।

না, তা যাবে না। তখনও যায়নি এখনও যাবে না। জোট সরকার কি পেরেছিল জনকণ্ঠের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে? পারেনি। আজও জনকণ্ঠের সম্পাদক এবং প্রকাশক আতিকউল্লাহ খান মাসুদকে মামলায় জড়িয়ে বন্দী করে কি পত্রিকা বন্ধ করা যাবে? যাবে না। এ পত্রিকা জনগণের পত্রিকা। জনগণ জনকণ্ঠকে বাঁচিয়ে রাখবে। আর শক্ত হাতে যাঁরা এর হাল ধরে আছেন– উপদেষ্টা সম্পাদক তোয়াব খান, নির্বাহী সম্পাদক বোরহান আহমেদসহ আরও যাঁরা আছেন জনকণ্ঠের পরিবারের সদস্য, তাঁদের ত্যাগ তিতিক্ষায় জনকণ্ঠ বেঁচে থাকবে। জানি এ লড়াইয়ে এঁরা আর্থিক এবং মানসিক ক্ষতির মুখোমুখি, তবু তাঁদের ত্যাগ এবং ধৈর্যের প্রশংসা না করে উপায় নেই। তাঁদের কাতারে শামিল রয়েছেন তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। আরও আছেন দেশজুড়ে জনকণ্ঠের সংবাদদাতা এবং এঁদের পরিবারপরিজন। এঁরা যেন বুক-পিঠ দিয়ে আগলে রেখেছেন জনকণ্ঠকে। এখন জনকণ্ঠ কেবল আতিকউল্লাহ খান মাসুদের একার নয়; জনকণ্ঠ এখন এ পরিবারের সবার। এঁদের রুটি-রুজি, চাওয়াপাওয়া, ধ্যানধারণা, স্বপ্ন-আশা সবই জনকণ্ঠকে ঘিরে। তাই জনকণ্ঠকে শুধু আতিকউল্লাহ খান মাসুদের পত্রিকা হিসেবে দেখলে চলবে না। জনকণ্ঠ-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার পত্রিকা। আর সে পত্রিকা পড়ার জন্য যে বিশাল জনগোষ্ঠী উন্মুখ হয়ে থাকে তাঁদের সবার পত্রিকা। জনকণ্ঠ আমার মতো প্রবাসীর পত্রিকা যা পড়ে প্রতিদিন একটা ভাল দিনের আশায় স্বপ্ন দেখতে পারি। জনকণ্ঠ আমার কথা বলে বাস্তব কথা বলে সত্যের কথা বলে স্বপ্নের কথা বলে।

জনকণ্ঠ রাজাকারদের 'সেই রাজাকার' বলে চিনিয়ে দিয়েছে বার বার। ওরা কি সেটা ভুলে গেছে? ভোলেনি। ভোলেনি বলেই এখন মুক্ত ওদের হাত যতখানি প্রসারিত করা সম্ভব ততখানি প্রসারিত করছে জনকণ্ঠের কণ্ঠ রোধে। শুরু করেছে সম্পাদককে দিয়ে। তারপরও জনগণের কণ্ঠ হয়েই জনকণ্ঠ এখনও যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

জনকণ্ঠের নির্বাহী সম্পাদক বোরহান আহমেদ এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দিতে ২০০৭-এ অক্টোবরের শেষে সিডনি এসেছিলেন। স্বদেশবার্তা এবং অজবাংলার সম্পাদক লুৎফর রহমান শাওন বোরহান আহমেদের সম্মানে এক সংবর্ধনার

আয়োজন করেছিলেন ২ নবেম্বরে। জনকণ্ঠের নির্ভীক সাংবাদিক হিসেবে খ্যাত বর্তমানে সিডনি অবস্থানরত ফজলুল বারীসহ আরও অনেক লেখক-সাংবাদিক-সুধীজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তো সেই সমাবেশে তাঁর বক্তব্যে বোরহান আহমেদ একটি সুন্দর এবং বাস্তব সত্য কথা বলেছিলেন, যা এখনও কানে বাজে। বলেছিলেন– জনকণ্ঠ এমনই একটি কাগজ যা জন্ম থেকেই সব লড়াকুদের নিয়ে লড়ে যাচ্ছে আর সে কারণে ক্রমাগত রোষানলে পড়ছে। জনকণ্ঠ লড়ছে স্বাধীনতাবিরোধীদের বিপক্ষে, লড়ছে মুক্তিযুদ্ধের ধ্যান-ধারণা-চেতনাকে ধারণ করে। তাই জনকণ্ঠ কখনও হারেনি। কখনও হারবে না। জনকণ্ঠ অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়েছে। পরিবারপরিজন নিয়ে কষ্ট করেছে– কখনও মাথা নত করেনি।

না, মাথা নত করেনি জনকণ্ঠ। প্রয়োজনে আদালতের আশ্রয় নিয়েছে, তবু মাথা নোয়াবার নয়। 'সাধু সাবধান' বলে চিৎকার করেছে জনকণ্ঠ। কারও টনক নড়েছে। কারও নড়েনি। যার নড়েছে এবং যার নড়েনি– সবাই এখন হাড়ে হাড়ে তা বুঝছে।

যে লেখার উল্লেখ করে এ লেখাটা শুরু করেছিলাম সে লেখার শেষ অংশটুকু দিয়ে শেষ করব। "কলমের খোঁচায় হয়তবা জনকণ্ঠ পত্রিকাকে স্তব্ধ করে দেয়া যেতে পারে, কিন্তু দেশের জনগণের কণ্ঠকে কি থামানো যাবে? জনকণ্ঠে নিবেদিত সাহসী সাংবাদিক-কর্মী-লেখক-কলামিস্ট তাঁদের কলম? সেটা কি বন্ধ করা যাবে? তাঁদের কি লেখার সকল দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে? একুশে টিভি, জনকণ্ঠ বন্ধ করে কি জনগণের মন জয় করা যাবে? যে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় আরোহণ করার দাবি করা হয় সেই জনগণের মন জয় করার পরও কেন এত ভয়? কেন একুশে টিভিকে ভয়? কেন জনকণ্ঠকে ভয়? সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করে কোন সরকার সাময়িক সামাল দিলেও শেষাবধি শেষ রক্ষা করতে পারেনি। অন্তত ইতিহাস তো তাই বলে। আশা করি, সব কিছু শেষ করার আগে জোট সরকার বিষয়টি ভাববে।"

ভেবেছিল কিনা জানি না তবে শেষ রক্ষা আর হয়নি। জোট সরকার চলে গেছে। জনকণ্ঠ এখনও আছে। এবং লড়েই যাচ্ছে। জোট সরকার বিজ্ঞাপন বন্ধ করে নানান মামলা মোকদ্দমায় জর্জরিত করেও জনকণ্ঠের কণ্ঠ বন্ধ করতে পারেনি। জনকণ্ঠ ছিল। আছে। থাকবে। কেবল জনকণ্ঠ পরিবারটার সাময়িক একটু কষ্ট হবে, এই যা। তবে আড়ালে তার সূর্য হাসে।

সুপ্রীম জুডিশিয়াল কমিশন অধ্যাদেশ জারি

তপন বিশ্বাস ॥ সুপ্রীমকোর্টের বিচারক নিয়োগের লক্ষ্যে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কমিশন অধ্যাদেশ জারি করেছে সরকার। এই কমিশন সুপ্রীমকোর্টের বিচারক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিকে বাছাই করে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করবে। কমিশন প্রতিটি শূন্যপদের বিপরীতে বাছাই করে দু'জনের নাম সুপারিশ করবে। রাষ্ট্রপতি কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সুপ্রীমকোর্টের বিচারক নিয়োগ করবেন। তবে রাষ্ট্রপতি কোন ক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলে তিনি সুপারিশটি পুনর্বিবেচনার জন্য কমিশনের নিকট ফেরত পাঠাবেন। রাষ্ট্রপতি কমিশনের সুপারিশ চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করতে চাইলে যথাযথ কারণ উল্লেখ করে তিনি কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করতে পারবেন। আইন মন্ত্রণালয় কমিশনের কার্য সম্পাদনে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে। এই সব বিধানসংবলিত সুপ্রীম জুডিশিয়াল অধ্যাদেশটি রবিবার জারি করা হয়। অবিলম্বে এটি কার্যকর করা হবে। এ ব্যাপারে সাবেক আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু সরকারের এই উদ্যোগকে শুভ উদ্যোগ আখ্যায়িত করে জনকণ্ঠকে বলেন, কাজটা শুরু হোক। তিনি বলেন, এটা সরকারের একটা ভাল উদ্যোগ। বিচারকরাও আইনের উর্ধে নয়। তারাও সংবিধানের অধীনে। এই অধ্যাদেশটি কার্যকর হওয়ায় তাদেরও জবাবদিহিতার সূচনা হবে।

প্রধান বিচারপতিকে চেয়ারম্যান করে ৯ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিশনের সদস্যরা হলেন আইনমন্ত্রী, আপীল বিভাগে কর্মে প্রবীণতম বিচারক, আপীল বিভাগে কর্মে দ্বিতীয় প্রবীণতম বিচারক, এ্যাটর্নি জেনারেল, সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য, সংসদে বিরোধী দলের নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য, সুপ্রীমকোর্ট বার এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং সদস্য সচিব হিসেবে থাকবেন আইন সচিব। তবে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের কাউকে এই কমিশনে রাখা হয়নি। কমিশনের কোন সদস্যকে যদি সুপ্রীমকোর্টের বিচারক হিসেবে কমিশন কর্তৃক সুপারিশের জন্য বিবেচিত হওয়ার প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে উক্ত সদস্য সংশ্লিষ্ট সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবেন।

কমিশনের সভা

কমিশনের সকল সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। চেয়ারম্যান সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করবেন। কমিশনের এক বা ততোধিক সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে সভা আহ্বান করতে বাধা থাকবে না এবং অনুষ্ঠিত সভার কার্যক্রম অবৈধ হবে না। তবে অন্যূন পাঁচ সদস্য উপস্থিত না থাকলে কমিশনের সভা অনুষ্ঠান করা যাবে না। প্রতি ছয় মাসে কমিশনের অন্তত একটি সভা অনুষ্ঠান করতে হবে। সুপ্রীমকোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদান করার জন্য রাষ্ট্রপতি কিংবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরোধপ্রাপ্ত হলে, চেয়ারম্যান তদুদ্দেশ্য অবিলম্বে কমিশনের সভা আহ্বান করবেন।

কমিশন সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করবে এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপণীত হওয়া সম্ভব না হলে কমিশনের সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত কমিশনের সিদ্ধান্ত হবে, তবে সিদ্ধান্তের সমতার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান বা সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তি নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবেন। চেয়ারম্যান, আবশ্যক হলে, কমিশনের কোন সভায় সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে পরামর্শ দেয়ার জন্য উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করতে পারবেন।

কমিশনের কার্যাবলী ও বাছাই পদ্ধতি

কমিশন সুপ্রীমকোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিকে বাছাইপূর্বক রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করবে। সুপ্রীমকোর্টের বিচারক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে কমিশন সুপারিশ করার জন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন করার আগে কমিশনের সভায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপযুক্ততা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবে।

কমিশন যে পদে নিয়োগের জন্য কোন ব্যক্তির নাম সুপারিশ করবে উক্ত পদের জন্য উক্ত ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও সার্বিক উপযুক্ততার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করবে। কমিশন আপীল বিভাগে বিচারক পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হিসাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জ্যেষ্ঠতা, বিচারিক দক্ষতা, সততা ও সুনামসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করবে। হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগের জন্য কমিশন সুপারিশ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা, সততা ও সুনামসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিশেষভাবে বিবেচনা করবে।

কমিশন উপযুক্ত ব্যক্তি বাছাইয়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৌখিক সাক্ষাতকার গ্রহণ করতে পারবে। সুপ্রীমকোর্টের বিচারক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে কোন ব্যক্তিকে কমিশন সুপারিশ করার জন্য বাছাই করার ক্ষেত্রে কমিশনের সভায় অনুষ্ঠিত আলোচনার সারার্থ ও গৃহীত সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করবে এবং কমিশনের সভায় উপস্থিত সকল সদস্য কর্তৃক উহা স্বাক্ষরিত হতে হবে।

কমিশনের প্রস্তাব উপস্থাপন

এই অধ্যাদেশের অধীন আপীল বিভাগের বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক এবং হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক পদে উপযুক্ত ব্যক্তিকে বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে নামসমূহের প্রস্তাব আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে কমিশনে উপস্থাপন করা হবে। এ ক্ষেত্রে নামসমূহ প্রস্তাব করার সময় প্রতিটি শূন্যপদের বিপরীতে অন্যূন তিনটি এবং অনূর্ধ পাঁচটি নাম প্রস্তাব করতে হবে। কমিশন আবশ্যক মনে করলে উহার সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক প্রস্তাবিত এই নামের অতিরিক্ত নাম প্রস্তাব করার জন্য আইন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করতে পারবে। অথবা সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় প্রস্তাবিত এই নামের বাইরেও উপযুক্ত যে কোন ব্যক্তিকে বাছাই করতে পারবে।

সুপারিশ প্রেরণ পদ্ধতি

কমিশন রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিতব্য উহার সুপারিশ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য বিধি অনুযায়ী উহা প্রয়োজনীয় কার্যার্থে রাষ্ট্রপতির নিকট অগ্রায়ন করবে।

কমিশনের ক্ষমতা

কমিশন প্রবিধান দ্বারা এবং প্রবিধানের আদেশ দ্বারা এর কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারবে। সংবিধানের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে কমিশন সুপ্রীমকোর্টের বিচারক পদে নিয়োগের জন্য সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতার অতিরিক্ত যোগ্যতা নির্ধারণ করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি সাধারণত কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সুপ্রীমকোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ প্রদান করে থাকবেন। কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কমিশনের সুপারিশের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলে তিনি সুপারিশটি পুনর্বিবেচনার জন্য কমিশনের নিকট ফেরত পাঠাবেন। রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে পুনর্বিবেচনার অনুরোধসহকারে কোন সুপারিশ ফেরত প্রাপ্তির পর কমিশন দ্রুত সুপারিশটি পুনর্বিবেচনা করবে এবং সংশোধিত সুপারিশ কিংবা যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখপূর্বক সুপারিশ রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে। রাষ্ট্রপতি কমিশনের সুপারিশ চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করতে চাইলে যথাযথ কারণ লিপিবদ্ধ করে কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করতে পারবেন।

বিশেষ বিধান

এই অধ্যাদেশে ভিন্নতর যা কিছু থাকুক না কেন, যে ক্ষেত্রে কমিশন সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারকগণের মধ্য থেকে সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বিচারক পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদান করবে, সে ক্ষেত্রে একটি শূন্যপদের বিপরীতে দুই ব্যক্তির নাম সুপারিশ করার আবশ্যকতা থাকবে না। হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারকগণকে হাইকোর্ট বিভাগে স্থায়ী বিচারক হিসাবে নিয়োগ প্রদানের জন্য কমিশনের সুপারিশ পুনরায় আবশ্যক হবে। হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারকগণের মধ্য থেকে হাইকোর্ট বিভাগে স্থায়ী বিচারক পদে নিয়োগ প্রদানের জন্য সুপারিশ করার ক্ষেত্রে কমিশন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা, পেশাগত সততা ও সুনামসহ সার্বিক উপযুক্ততা বিশেষভাবে বিবেচনা করবে এবং বিবেচনায় কোন অতিরিক্ত বিচারক স্থায়ী বিচারক হিসাবে নিয়োগ লাভের অনুপযুক্ত বিবেচিত হলে কমিশন তাকে সুপারিশ করা থেকে বিরত থাকবে। কমিশন কর্তৃক আপীল বিভাগে কিংবা হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক হিসেবে কোন ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগের জন্য সুপারিশ করার ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের সাধারণ বিধানাবলী যথাযথ প্রযোজ্য হবে।

বিধি, প্রবিধান ইত্যাদি প্রণয়নের ক্ষমতা

এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করতে পারবে। কমিশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে। এই ধারার অধীন বিধি বা প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যান কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে লিখিত আদেশ দ্বারা যে পদ্ধতি নির্ধারণ করবেন কমিশন ইহার কার্যনির্বাহের ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

আলুর বাম্পার ফলন, তবে কৃষক দাম পাচ্ছে না, রাখার জায়গাও নেই

ফিরোজ মান্না ॥ অনুকূল পরিবেশ আর সময় মতো বৃষ্টি হওয়ায় দেশে এ বছর আলুর বাম্পার ফলন হয়েছে। এবার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে উৎপাদনের পরিমাণও অনেক বেশি। তবে কৃষক দাম পাচ্ছে কম। কৃষকরা উৎপাদিত আলু সংরক্ষণের জায়গা পাচ্ছে না। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক মোঃ শামসুল আলম বলেছেন, আলুর আবাদ ভাল হওয়ার পিছনে নানা বৈজ্ঞানিক কারণ কাজ করেছে। পরপর দু'টি বৃষ্টিতে প্রচুর পরিমাণ নাইট্রেট তৈরি করেছে। বন্যার কারণে মাটিতে পলি জমায় মাটির বিষাক্ততা কমেছে। এ কারণে আলুর আবাদে বাম্পার ফলন হয়েছে।

খামারবাড়ি সূত্র জানিয়েছে, এ বছর সারাদেশে আলু আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৪ লাখ হেক্টর জমি। কিন্তু বাস্তবে আলুর আবাদ হয়েছে ৫ লাখ ২০ হাজার হেক্টর জমিতে। প্রতি হেক্টর জমিতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১৭ থেকে সাড়ে ১৭ মেট্রিক টন। কিন্তু উৎপাদন হয়েছে ১৮ থেকে সাড়ে ১৮ মেট্রিক টন। কোন প্রকার রোগ বালাই না থাকায় এ বছর আলু দীর্ঘ সময় মাটির নিচে ছিল। এর ফলে আলু আকারে এবং ওজনে অনেক বেশি হয়েছে। কৃষকরাও অনেক যত্ন নিয়েছে আলু আবাদে।

কৃষিবিদ মনির উদ্দীন জনকণ্ঠকে জানান, বন্যার ফলে জমির খার বা অম্লতা দূর হয়েছে। একই সঙ্গে পলি পড়ে জমিতে উর্বরতা বেড়েছে। এতে জমিতে জৈব পদার্থ যুক্ত হয়ে আলুর আবাদে সহায়ক হয়েছে। তাছাড়া আলু আবাদের জন্য যে ধরনের আবহাওয়ার প্রয়োজন এবছর সেই ধরনের আবহাওয়াই ছিল। পরপর দু'টি বন্যায় ধানের আবাদ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বিকল্প ফসল হিসেবে আলু আবাদের দিকে কৃষকরা ঝুঁকে পড়ে। গত বছর আলুর দাম বেশি থাকায় এ বছর আরও বেশি জমিতে আলু আবাদে উৎসাহী হয় কৃষক। আলুর দু'টি রোগ হচ্ছে আর্লি ব্লাইট ও লেট ব্লাইট। এবছর আলুতে এ ধরনের কোন রোগ হয়নি। মাঠে দীর্ঘ সময় আলু থাকায় পুষ্টতা পেয়েছে।

খামারবাড়ি সূত্র জানিয়েছে, আলুর আবাদ ভাল হওয়ার বিষয়ে নানা বৈজ্ঞানিক কারণ যুক্ত রয়েছে। দু'টি বৃষ্টিতে প্রচুর পরিমাণ নাইট্রেট বয়ে এনেছে। এই নাইট্রেট এমনিতেই জমিতে দিতে হতো। যা এবার দিতে হয়নি। শতকরা ৯০ ভাগ নাইট্রেট ওই বৃষ্টিতে তৈরি হয়েছে। আরও অনেক বৈজ্ঞানিক কারণ আলু আবাদ ভাল হওয়ার পিছনে ভূমিকা রেখেছে।

মুন্সীগঞ্জ থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টার মীর নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল জানান, মুন্সীগঞ্জে এবার আলুর বাম্পার ফলন হয়েছে। কৃষকরা আলু সংরক্ষণে এখন দিশেহারা। হিমাগারের মালিকরা আগেই মজুদ ব্যবসায়ীদের কাছে কোঠা বিক্রি করে দিয়েছে।

এজন্য কৃষকরা আলু রাখতে হিমাগারে জায়গা পাচ্ছে না। মাঠে এখন আলু নিয়ে বিশাল কর্মযজ্ঞ। মাটিতে হাল দিলেই বের হয়ে আসছে আলু আর আলু। কৃষকরা হিমাগারে আলু রাখার জায়গা না থাকার কারণে অনেক কম দামে আলু বিক্রি করে দিচ্ছে।

কৃষকরা জমি থেকে আলু তুলে স্তূপাকার করে রাখলেও পাইকার পাচ্ছে না। গত কয়েকদিন তারা প্রতি মণ আলু ৫শ' থেকে সাড়ে ৫শ' টাকায় বিক্রি করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এখন তারা কোন পাইকার পাচ্ছে না। ফলে আলু নিয়ে তারা পড়েছে মহা বিপাকে। হিমাগারে জায়গা না পেয়ে অনেক কৃষক উৎপাদিত আলু বাড়িতেও মজুদ করা শুরু করেছে।

আলু চাষী মনির হোসেন বলেন, আলুর ফলন এবার অনেক ভাল। কিন্তু রাখার জায়গা কোথাও নেই। এখন আলু নিয়ে মহা বিপদে পড়ে গেছি। ৫শ' টাকা মন দরে আলু বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছি।

এদিকে কহিনুর হিমাগারের পরিচালক উত্তম সাহা জনকণ্ঠকে জানান, আলু এবার অনেক বেশি। আমরা অন্যান্য বছর কৃষকদের বিভিন্নভাবে হিমাগারে আলু রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করে থাকি। এবার কৃষকরা আমাদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছে। আমরাই তাদের এবার জায়গা দিতে পারছি না। আগাম কোটা যারা রেখেছে তাদের অধিকার তো বেশি। জেলায় ৬৯ টি হিমাগার রয়েছে। এর মধ্যে ৬৪টি সচল। সচল হিমাগারগুলোতে মোট ৪ লাখ ৪৬ হাজার টন আলুর ধারণ ক্ষমতা রয়েছে। এবছর মুন্সীগঞ্জে আলু আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৩৩হাজার হেক্টর জমি। কিন্তু আবাদ হয়েছে ৩৬ হাজার হেক্টর জমি।

রংপুর থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টার মানিক সরকার মানিক জানিয়েছেন, বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুরের ৮টি জেলায় এখন আলু তোলার হিড়িক পড়েছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নাওয়া খাওয়া ভুলে আলু তোলার কাজে ব্যস্ত রয়েছে। এবছর জেলায় ৩৩হাজার ৫শ' হেক্টর জমিতে আলু আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল। আবাদ হয়েছে ৫২ হাজার ৭শ' ২০ হেক্টর জমি। এছাড়া বৃহত্তর রংপুরের ৮ জেলায় ১ লাখ ৭৮ হাজার ১শ'১৪ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে।

রাজশাহী থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টার আনিসুজ্জামন জানান, রাজশাহীতে এবার আলুর বাম্পার ফলন হয়েছে। তবে কৃষকের মুখে হাসি ফোটেনি। তারা আলুর দাম পাচ্ছে অনেক কম। উৎপাদিত আলু রাখার জায়গা পাচ্ছে না। রাজশাহীর ২৬টি হিমাগারের সামনে প্রতিদিন কৃষকদের লম্বা লাইন পড়ছে। ব্যবসায়ী ও মালিকপক্ষের অগ্রিম বুকিংয়ের ফলে কৃষকরা জায়গা পাচ্ছে না। বেশিরভাগ হিমাগার মালিক আলুর বুকিং বন্ধ ঘোষণা করেছে। এতে কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। আলুর আবাদকে কেন্দ্র করে রাজশাহীতে ২৬টি হিমাগার নির্মিত হয়েছে। প্রতিবছর আলু তোলার মৌসুমে এই হিমাগারগুলো খুলে দেয়া হয়। অন্যান্য বছর আলুর আবাদ বেশি না হওয়ায় হিমাগারগুলো খালিই থাকত। এবছর আলুর বাম্পার ফলনের কারণে হিমাগারে আলু রাখার বুকিং নেয়া হচ্ছে না। আগের থেকেই ব্যবসায়ীরা বুকিং দিয়ে রেখেছে। মোহনপুর উপজেলার মতিহার গ্রামের কৃষক রহুল আমিন জানান, আগে তুলনায় এবার আলু চাষের জমির পরিমাণ কমেছে। কিন্তু ফলন হয়েছে অনেক বেশি। এই বেশি ফলনের কারণে কৃষকরা আলু সংরক্ষণের জন্য হিমাগারে জায়গা পাচ্ছে না। নিজেদের ঘরেও আলু সংরক্ষণ করতে পারছে না। পরিস্থিতি এরকম, আলুতে যে কোন সময় পঁচন ধরতে পারে। এজন্য কৃষকরা কমদামেই আলু বিক্রি করে দিচ্ছে। এদিকে বিএডিসির রাজশাহী উপপরিচালক (আলু স্টোরেজ) প্রদীপ কুমার দাস জানান, ২৬টি হিমাগারে ধারণ ক্ষমতা রয়েছে ২ লাখ ৫০ হাজার টন। কিন্তু এ বছর ৩৭ হাজার হেক্টর জমিতে ৭ লাখ ৪০ হাজার টন আলু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল। বাস্তবে উৎপাদন হয়েছে ১২ থেকে ১৩ লাখ টন। কৃষি সম্প্রসারণের উপপরিচালক ব্রজ হরিদাস জানান, এবার কৃষকরা আলুর জমিতে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে পেরেছে। আবহাওয়াও ছিল অনুকূলে। সময় মতো বৃষ্টি হওয়ায় আলুর ফলন বেড়েছে।

একই দিনে সংসদ, উপজেলা নির্বাচনের বিষয় চিন্তাভাবনা করছে ইসি

এফবিসিসিআই নির্বাচন পর্যবেক্ষণে সিইসি ॥ সৎ যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ রাজনৈতিক দলগুলোর আপত্তি থাকলেও উপজেলা নির্বাচন করা থেকে পিছপা হবে না নির্বাচন কমিশন (ইসি)। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ড. এ টি এম শামসুল হুদা সোমবার বলেছেন, নির্বাচন কমিশন এখন সংসদ এবং উপজেলা নির্বাচন একই দিনে অনুষ্ঠানের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনা করছে; তবে বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেছে, একই দিনে দুই নির্বাচন হলে সাধারণ নির্বাচনের কাজ ব্যাহত হতে পারে।

সংসদ নির্বাচনের আগে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরোধীতা করে আসছে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো। সরকারের পক্ষ থেকে সংসদ নির্বাচনের আগে উপজেলা নির্বাচনের বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছিল। কয়েকদিন আগে উপজেলা নির্বাচনের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের হাতে দিয়ে আইন সংশোধন করা হয়েছে। এখন সংসদ এবং স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। এমন একটি প্রেক্ষাপটে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, উপজেলা নির্বাচন আমরা করব এটা ঠিক। এই নির্বাচন করা থেকে আমরা পিছপা হব না। তবে নির্বাচন কখন হবে সে ব্যাপারে আমরা এখনও চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত নেইনি। জাতীয় নির্বাচন ও উপজেলা নির্বাচন একসঙ্গে বা একই দিনে করার বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

সোমবার এফবিসিসিআইয়ের নির্বাচন পর্যবেক্ষণে গিয়ে সিইসি ড. এ টি এম শামসুল হুদা বলেন, শুধু মার্কায় ভোট না দিয়ে ভেবেচিন্তে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে। সেই সঙ্গে প্রার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান, নির্বাচনে কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত না করে কর্মসূচীর মাধ্যমে ভোট জয় করতে। তিনি বলেন, আমরা চেষ্টা করছি রাজনৈতিক দলগুলো যেন সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয় এবং ভোটাররা যেন বুঝে-শুনে ভোট দেন। এফবিসিসিআই নির্বাচনের পরিবেশের প্রশংসা করে সিইসি বলেন, কমিশন এ আদলেই জাতীয় নির্বাচন করতে চায়। এফবিসিসিআইয়ের নির্বাচনে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহৃত হয়েছে। এদের ব্যালট পেপারও দেখলাম। কিভাবে তারা প্রচার কার্যক্রম চালিয়েছে সেটাও দেখলাম। এ নির্বাচনে দেয়াল লিখন ও পোস্টার লাগানোর ব্যাপার নেই। যদিও এটি একটি সংগঠন। এখানে প্রার্থী-ভোটার সকলেই শিক্ষিত, মার্জিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ। ফলে কোন সমস্যারও সৃষ্টি হয়নি। তাঁরা নির্বাচনী আচরণ বিধির মধ্যেই ছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে কোন কটুক্তি নেই। চরিত্র হননের চেষ্টা নেই। কমিশন এসব মূল্যবোধেরই প্রতিফলন দেখতে চায় জাতীয় নির্বাচনে। পোস্টার, লিফলেট ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায় কমিশন। যে নির্বাচনে কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত না করে কর্মসূচীর মাধ্যমে ভোট জয় করা হবে। তিনি বলেন, প্রার্থীর গুণাগুণের ওপর ভোট দেয়া উচিত। মার্কা দেখে ভোট দিলে তো লাভ হলো না। আগে শুনতাম, মার্কার ওপর কলাগাছ প্রার্থী হলেও পার পেয়ে যায়। আমরা চাচ্ছি সৎ ও যোগ্য প্রার্থী আসুক। রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব হচ্ছে, তারা সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে মনোনয়ন দেবে। আর ভোটারদের দায়িত্ব হচ্ছে, তাঁরা দেখেশুনে ভোট দেবেন।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করে তিনি বলেন, এদেশে আমরা নির্বাচনে এই প্রথম স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার করতে যাচ্ছি। আমাদের দেশে প্রথম হলেও নির্বাচনে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের ব্যবহার বহু পরীক্ষিত। এবার পাকিস্তানের নির্বাচনেও স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহৃত হয়েছে।

এদিকে সোমবার ইসি সচিবালয়ে এনডিআইয়ের একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাত করে। আজ মঙ্গলবার থেকে সপ্তাহব্যাপী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এনডিআইয়ের আলোচনা শুরুর প্রক্রিয়া হিসাবে কমিশনের সঙ্গে তারা নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছে বলে জানা যায়। তিন সদস্যের এ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এনডিআইয়ের সিনিয়র আবাসিক পরিচালক জ্যাকুলিন করকরান। কমিশনের পক্ষে ছিলেন সিইসি এবং নির্বাচন কমিশনার মুহাম্মদ ছহুল হোসাইন।

পরে ছহুল হোসাইন সাংবাদিকদের জানান, আলোচনায় এনডিআই নির্বাচনে বিদেশী পর্যবেক্ষক রাখা হবে কিনা জানতে চেয়েছে কমিশনের কাছে। কমিশন জানিয়েছে নির্বাচনে স্থানীয় ও বিদেশী দু'ধরনের পর্যবেক্ষকই রাখা হবে। নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে স্থানীয় পর্যবেক্ষক নেয়ার সময় আগের তালিকা দেখে নেয়া হবে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের নেতাদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে ইসির সুপারিশ সরকারের প্রত্যাখ্যান করা বিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, পত্রিকায় দেখেছি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে রাজনৈতিক ব্যক্তিরাও অংশ নিতে পারবে। তবে এ নির্বাচনে তাঁদের নিষিদ্ধ করার কোন সুপারিশ আমাদের ছিল না। আমরা প্রস্তাব করেছিলাম, রাজনৈতিক দলের কমিটিতে কোন পদ ধরে আছেন এমন ব্যক্তিরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। আমরা শুধু প্রস্তাব রেখেছি। আইন করার দায়িত্ব আমাদের নয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যদি মনে করে তারা আইনে এ বিষয়টি বাদ দেবেন , তবে সেটা তাদের ইচ্ছে। নির্বাচনের জন্য এটা কোন বড় ইস্যু নয়।

একই সঙ্গে সংসদ ও উপজেলা নির্বাচন করা সম্পর্কিত সিইসির বক্তব্যের সমালোচনা করে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান বলেন, সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে বা আগে কোন নির্বাচন করা উচিত হবে না। সংসদ ছাড়া এই সরকারের অন্য কোন নির্বাচন করার অধিকারই নেই। বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আসম হান্নান শাহ বলেন, জাতীয় নির্বাচনের আগে যে কোন নির্বাচন মূল নির্বাচনের কাজ ব্যাহত করবে। একটা বিশেষ মহলের গণবিরোধী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই এই সময় স্থানীয় সরকার নির্বাচনের কথা বলা হচ্ছে। বিএনপির সংস্কারপন্থী অংশের মহাসচিব মেজর (অব) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনই বর্তমান সরকারের প্রধান কাজ। সবার আগে নির্বাচন কমিশনের জাতীয় নির্বাচন করা উচিৎ বলেই আমরা মনে করি। তবে কমিশনের যদি এক সঙ্গে দুটি নির্বাচন করার মত লজিষ্ঠিক সাপোর্ট থাকে তবে তারা তা করতে পারেন। তবে কোন ভাবেই সংসদ নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করা উচিত নয়।

পাঁচদিনেও শুরু হয়নি হাসিনার চিকিৎসা, যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া সম্ভব নয়

স্টাফ রিপোর্টার ॥ স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কারান্তরীণ সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার ক্ষতিগ্রস্ত কানের চিকিৎসা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তির পর গত পাঁচ দিনে তাঁর শুধু ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। মূল স্বাস্থ্য সমস্যার চিকিৎসা এখনও শুরু হয়নি। তবে কারা কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, শেখ হাসিনা রাজি হলেই তাঁর ক্ষতিগ্রস্ত কানের চিকিৎসা শুরু হবে। যদিও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও ওই হাসপাতালের একাধিক চিকিৎসক একাধিকবার বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া এ দেশে শেখ হাসিনার কানের চিকিৎসা সম্ভব নয়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকাল ও সন্ধ্যায় দু'দফায় স্কয়ার হাসপাতালের চার চিকিৎসক শেখ হাসিনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু গত চার দিন ধরে তাঁর আল্টাসনোগ্রাম করার কথা থাকলেও সোমবার পর্যন্ত তা হয়নি বলে জানা গেছে। সকালে ওই হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. সারোয়ার-ই-আলম, ডা. জিয়াউল হক ও ডা. নার্গিস ফাতেমা এবং সন্ধ্যায় ডা. মিজানুর রহমান ও ডা. জিয়াউল হক শেখ হাসিনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। চিকিৎসকরা জানান, শেখ হাসিনা ভাল আছেন। তাঁর রক্তচাপ স্বাভাবিক। সর্বশেষ তাঁর রক্তচাপ ছিল ১২০/৭০।

তবে ওই হাসপাতালে গিয়েও সাক্ষাত করতে না পেরে ফিরে আসা দুই আইনজীবী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন ও ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস রবিবার অভিযোগ করেছিলেন, স্কয়ার হাসপাতালে শেখ হাসিনার সঠিক চিকিৎসা হচ্ছে না। তাঁর স্বাস্থ্যে'র ব্যাপারে আমরা উদ্বিগ্ন। এছাড়া শেখ হাসিনার নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার বুলেটিন প্রকাশেরও দাবি জানিয়েছে আওয়ামী লীগ। সোমবার সন্ধ্যায় হাসপাতালে এ সব দাবির ও অভিযোগের জবাব দিয়েছেন ডিআইজি প্রিজন মেজর সামসুল হায়দার ছিদ্দিকী। ডিআইজি প্রিজন জানান, শেখ হাসিনা ভাল আছেন। সোমবার পাঁচ চিকিৎসক তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যগত বিষয়ে সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী কোন অভিযোগ করছেন না। গত চার দিন ধরে আল্টাসনোগ্রাম করার কথা বলা হলেও এখন পর্যন্ত কেন করা হচ্ছে না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "শেখ হাসিনা রাজি না হওয়ায় আল্টাসনোগ্রাম করা যাচ্ছে না। এই পরীক্ষা করার ব্যাপারে আমাদের কোন গাফিলতি নেই। উনি যখনই সম্মত হবেন, তখনই করা হবে।" তিনি জানান, তিনি রাজি হলে কালই (মঙ্গলবার) আল্টাসনোগ্রাম করা হবে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "আমরা তো আর জোর করে কিছু করতে পারি না। উনার (শেখ হাসিনা) মর্জির ওপর সবকিছু নির্ভর করছে।"

শেখ হাসিনার নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিন প্রকাশের দাবি সম্পর্কে অপর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "উনি কারাগারে রয়েছেন। এখানে থাকলে কিছু নিয়ম-কানুন মানতে হয়। ইচ্ছা করলেই সব কিছু করা যায় না। তাই অনেকে অনেক কথা বা দাবি করতে পারেন, কিন্তু আমাদের কিছুর করার নেই।"

শেখ হাসিনার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন, তাঁর ক্ষতিগ্রস্ত কানের অবস্থা খুবই খারাপ। দ্রুত সঠিক চিকিৎসা না হলে তিনি বধির হয়ে যেতে পারেন। এমন প্রশ্নের জবাবে ডিআইজি প্রিজন বলেন, শেখ হাসিনা রাজি হলেই কানের চিকিৎসা শুরু হবে।

তবে শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও হাসপাতালের একটি সূত্রে জানা গেছে, কানের চিকিৎসা এ দেশে সম্ভব নয়। স্কয়ার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও বলেছে, শেখ হাসিনার কানে লাগানো নষ্ট হয়ে যাওয়া হিয়ারিং এইড এখানে ঠিক করা বা এ দেশে প্রতিস্থাপন সম্ভব নয়। তাঁকে বিদেশে যেতেই হবে কানের চিকিৎসার জন্য। ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের এ সব পরামর্শের কারণে শেখ হাসিনা তাঁর ক্ষতিগ্রস্ত কানের চিকিৎসা করাতে সম্মত হচ্ছেন না। যদি শেষ পর্যন্ত কানের চিকিৎসা করাতে রাজি না হন সে ক্ষেত্রে কী হবে– এমন বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে দু'জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, তা হলে শেখ হাসিনার কানের স্থায়ী ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে।

আদালতের অনুমতি ছাড়াই হাসিনাকে হাসপাতালে প্রেরণে কোর্টের অসন্তোষ

বার্জ মাউন্টেড মামলার শুনানি ২৩ মার্চ পর্যন্ত মুলতবি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশেষ কারাগার থেকে হাসপাতালে স্থানান্তরের বিষয়টি আদালতকে যথাযথভাবে জানানো হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন বিশেষ জজ আদালতের বিচারক ফিরোজ আলম। শেখ হাসিনার চিকিৎসা, তার বর্তমান অবস্থা, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে না দেয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেবেন বিচারক। সোমবার সংসদ ভবনস্থ বিশেষ জজ আদালত ১ এ বার্জমাউন্টেড মামলার অভিযোগ গঠনের নির্ধারিত শুনানির দিন বিচারক এ অভিযোগ উত্থাপন করে নির্দেশ দেয়ার কথা আদালতকে জানান।

শেখ হাসিনা অসুস্থ থাকায় আদালতে হাজির হতে না পারায় সোমবারও আদালত চার্জ গঠনের শুনানি মূলতবি করেছে। আগামী ২৩ মার্চ পর্যন্ত আদালত মূলতবি থাকবে বলে বিচারক আদালতকে জানান। শেখ হাসিনাকে আদালতে হাজির করা না হলেও মামলার আরেক আসামী সাবেক বিদ্যুত সচিব ড. তৌফিক-ই ইলাহীকে আদালতে হাজির করা হয়। বার্জমাউন্টেড মামলার অন্য আসামীরা পলাতক রয়েছেন। গত ২ সেপ্টেম্বর দুদকের উপ-পরিচালক এসএম সাব্বির হাসান বাদী হয়ে শেখ হাসিনাসহ সাতজনের বিরুদ্ধে বার্জমাউন্টেড দুর্নীতির মামলা দায়ের করেন।

সোমবার আদালতে অভিযোগ গঠনের শুনানি কার্যক্রমের শুরুতেই শেখ হাসিনার আইনজীবী কামরুল ইসলাম আদালতকে বলেন, শেখ হাসিনা হাসপাতালে কিভাবে আছেন, কেমন আছেন, তাঁর শারীরিক অবস্থা কী-তাঁর কিছুই তারা জানতে পারছেন না। এর জবাবে বিচারক ফিরোজ আলম বলেন, শেখ হাসিনাকে স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করার বিষয়টি তাঁর রেকর্ডে নেই। গত ১৩ মার্চ ভাসমান বিদ্যুত কেন্দ্র স্থাপনের দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার অভিযোগ গঠনের শুনানির দিন তাঁকে জানানো হয়, শেখ হাসিনা অসুস্থ। আর সোমবার সকালে তাকে স্কয়ার হাসপাতাল এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের কারারক্ষক ফারুক আহমেদের স্বাক্ষর করা একটি লুজশীট পাঠানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 'ইনভেস্টিগেশন'-এর জন্য শেখ হাসিনাকে স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিচারক আরও বলেন, কোন আসামীর অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আদালতের জিম্মায় থাকেন। আসামী কোথায় থাকবেন, কিভাবে থাকবেন, তার নির্দেশন দেবে আদালত। তবে জরুরী প্রয়োজনে চিকিৎসার জন্য আসামীকে কোথাও নেয়া হলে তা আদালতকে জানাতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁকে কিছুই জানানো হয়নি। শেখ হাসিনার চিকিৎসার বিষয়ে কী কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, তার বর্তমান অবস্থা কী, আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাত করতে না দেয়াসহ বিভিন্ন বিষয় আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হবে বলে বিচারক জানান। এর আগে এ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম আদালতের কাছে অভিযোগ করে বলেন, রবিবার শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করার জন্য কারা কর্তৃপক্ষের ফোন করে ডেকে পাঠানোর পরও আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষা করে দেখা করতে পারেননি। শেখ হাসিনার চিকিৎসা নিয়ে একের পর এক অজুহাত দেখানো হচ্ছে।

এ্যাডভোকেট. কামরুল ইসলাম আরও বলেন, শেখ হাসিনার শারীরিক অবস্থা কী তাও জানতে দেয়া হচ্ছে না। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গত ১১ মার্চ বিশেষ কারাগার থেকে স্থানান্তর করে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আসামীপক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এ্যাডভোকেট সৈয়দ রেজাউর রহমান, ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, মমতাজ বেগম, ইউসুফ মাহমুদ মোর্শেদ, মঞ্জুর আহমেদ বিপ্লব, রোকেয়া বেগম রেখা প্রমুখ।

গত ১৩ মার্চ বিচারক মামলার আসামী শেখ হাসিনা অসুস্থ থাকায় অভিযোগ গঠনের শুনানি ১৭ মার্চ পর্যন্ত মুলতবি করেন। এর আগে গত ৯ মার্চ রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা শুনানিতে অংশ নিয়ে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ উত্থাপন করেন।

কারাকর্তৃপক্ষের ভূমিকায় অসন্তোষ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বার্জমাউন্টেড মামলার চার্জ শুনানি হয়নি। সোমবার সকালে সংসদ ভবন এলাকায় স্থাপিত বিশেষ আদালত-১ এর বিচারক ফিরোজ আলম মামলার পরবর্তী দিন নির্ধারণ করেন ২৩ মার্চ। বিচারক আদালতের অনুমতি ছাড়াই শেখ হাসিনাকে হাসপাতালে ভর্ত্তির ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ভর্তির পরও আদালতকে অবহিত না করার ব্যাপারেও কারাকর্তৃপক্ষের ওপর আদালত অসন্তোষ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে মামলার নির্ধারিত দিনে শেখ হাসিনাকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি পরবর্তী কার্যদিবসে কারাকর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে হাসিনার চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় আদালতে অবহিত করার জন্য। বিশেষ করে কোন্ হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা হচ্ছে , কোন কোন চিকিৎসক চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন এবং ওইদিন পর্যন্ত হাসিনার স্বাস্থ্য পরিস্থিতির বিস্তারিত জানাতে আদালত কারাকর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। সোমবার সকালে বিশেষ আদালত-১ এ বার্জমাউন্টেড মামলার চার্জ গঠনের আবেদন করেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শরফুদ্দিন খান মুকুল। তবে হাসিনার আইনজীবী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ মামলার অন্যতম আসামী শেখ হাসিনার হাসপাতালে ভর্তিসহ বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন। এ সময় বিচারক হাসিনার হাসপাতালে ভর্তিসহ চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে কারাকর্তৃপক্ষের কোন প্রতিবেদন আছে কিনা জানতে চান। এ সংক্রান্ত কোন প্রতিবেদন না থাকায় তিনি কারাকর্তৃপক্ষের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এদিকে ১৩ মার্চ শেখ হাসিনার আইনজীবীদের শুনানি করার কথা থাকলেও সময় প্রার্থনার কারণে তা পিছিয়ে যায়। সোমবার আসামী পক্ষের আইনজীবীদের শুনানি করার কথা ছিল। এদিকে গত ৯ মার্চ হাসিনার আইনজীবীদের আপত্তির মুখে চার্জ শুনানি গ্রহণ করে আদালত। ওইদিন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মামলার অভিযোগ উপস্থাপন করে আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের আবেদন করেছিলেন। এর আগে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বার্জমাউন্টেড দুর্নীতি মামলায় শেখ হাসিনার জামিনের আবেদন নাকচ করা হয়। গত ১৩ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি এ মামলায় হাসিনার জামিন আবেদনের ওপর শুনানি হয়েছিল। ২৬ ফেব্রুয়ারি সংসদ ভবন এলাকায় অবস্থিত বিশেষ জজ আদালত-১ এর বিচারক ফিরোজ আলম হাসিনার জামিনের আবেদন নাকচ করে দেন । উল্লেখ্য ২০০৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-পরিচালক এস এম শাব্বির হাসান আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাসহ ৮ জনকে করে আসামি করে তেজগাঁও থানায় বার্জমাউন্টেড দুর্নীতি মামলাটি দায়ের করেছিলেন। হাসিনা ছাড়া মামলার অন্য আসামীরা হলেন, সাবেক বিদ্যুৎ সচিব তৌফিক ই ইলাহী চৌধুরী, বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ড্রের সাবেক চেয়ারম্যান নূরুদ্দীন মাহমুদ কামাল, সামিট গ্রুপের পরিচালক মো. আজিজ খান, একই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ফরিদ খান, ইউনাইটেড গ্রুপের পরিচালক হাসান মাহমুদ রাজা, একই গ্রুপের পরিচালক আবুল কালাম আজাদ ও বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের কিউরেটর সৈয়দ সিদ্দিকুর রহমান।

র‌্যাংগস ভবন ভাঙতে শম্বুক গতি

নিখিল মানখিন ॥ ধীর গতিতে চলছে র‌্যাংগস ভবন ভাঙ্গার কাজ। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, লোকবল ও অভিজ্ঞতার অভাবে ভবন ভাঙ্গার কাজে তেমন অগ্রগতি নেই বলে অভিযোগ উঠেছে। আর ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ার কারণে খুবই সাবধানে ভবনের প্রতিটি অংশে হাত দিতে হচ্ছে শ্রমিকদের। আট মাসে র‌্যাংগস ভবন ভাঙ্গার শতকরা বিশ ভাগ কাজও শেষ করা সম্ভব হয়নি।

ট্র্যাজেডি সৃষ্টিকারী সিক্স স্টার করপোরেশনকে আবার দায়িত্ব দেয়াতে ভবন ভাঙ্গার অগ্রগতি এবং পুনঃদুর্ঘটনার বিষয়টি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, উচ্ছেদ অভিযানের সবচেয়ে বহুল আলোচিত ঘটনা হচ্ছে রাজধানীর বিজয়সরণিস্থ র‍্যাংগস ভবন। সরকার ও র‍্যাংগস ভবন মালিকপক্ষের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ ও মামলার বিষয়টি দেশবাসীর নজরে আসে। অবশেষে র‍্যাংগস ভবনের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারিত হয় গত ২ আগস্ট। উচ্চ আদালতের রায়ে ভবনটির ছয়তলা থেকে ওপরের সব অংশ ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়। রায় পাওয়ার পরদিন গত ৩ আগস্ট বিজয়সরণিস্থ র‍্যাংগস ভবনে আঘাত হানে রাজউক। ভবনটির মজবুত ভিত্তিতে তেমন আঁচড় লাগাতে পারেনি রাজউক। দরজা, জানালা ও বারান্দার কাচগুলো ভেঙ্গেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে রাজউকের অভিযানকারীরা। উচ্ছেদ অভিযানের এক পর্যায়ে ভবনের ওপর থেকে নিচে পড়ে অকাল মৃত্যুর শিকার হয় রাজউকের এক শ্রমিক। থেমে যায় রাজউকের অভিযান। এর পর এগিয়ে আসে চট্টগ্রামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান 'সিক্স স্টার'। ভবনটি ৭৫ দিনে ভাঙ্গার জন্য ৭৫ লাখ টাকার চুক্তিতে নামে সিক্স স্টার। ২২ তলা ভবনের কয়েকতলা ভাঙতেই নির্ধারিত সময় পার করে দেয় সিক্স স্টার প্রতিষ্ঠানটি। অপারগতা জানাতে বাধ্য হয় তারা। কিন্তু সিক্স স্টার গ্রুপের অপারগতার আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার আগেই গত ৮ ডিসেম্বর বহুল আলোচিত এ ভবনের ১৯ তলা থেকে ৩ তলা পর্যন্ত ভেতরের মেঝে বিকট শব্দে ধসে পড়েছে। মারা যায় ১১ শ্রমিক। ক্ষতি হয় কোটি কোটি টাকার সম্পদ।

সূত্রটি আরও জানায়, ভবন ধসের ঘটনার পর রাজউকের প্রধান প্রকৌশলী শাহ আলমকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। একই সঙ্গে বুয়েটের শিক্ষকদের নিয়েও একটি 'বিশেষজ্ঞ তদন্ত কমিটি'ও গঠন করা হয়। দু'টি তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনেই ভবন ভাঙ্গার কাজে নিয়োজিত সিক্স স্টার কোম্পানির অদক্ষতার ও পূর্বাভিজ্ঞতা না থাকার কথা বলা হয়েছে। যাদের ভবন ভাঙ্গার কাজে পূর্বাভিজ্ঞতা আছে তাদের দিয়ে ভবন ভাঙ্গার কাজ করানোর সুপারিশ করে দু'টি কমিটি। তদন্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করে, ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণেই বিজয়সরণির র‍্যাংগস ভবনে ধসের ঘটনা ঘটে। ধসে যাওয়া অংশের প্রতি ইঞ্চির ধারণ ক্ষমতা ৪ হাজার থেকে আড়াই হাজারে নেমে গিয়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে হেমারিংয়ের কারণে সৃষ্ট কম্পণ কংক্রিট ধসে সহায়তা করে। দুর্ঘটনাকবলিত অংশে ওপরের তলার কংক্রিট নিচের ফ্লোরে ধসে পড়ায় সৃষ্ট ওজনের চাপ ক্রমপুঞ্জীভূতভাবে পরবর্তী ফ্লোরগুলো একে একে ধসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের কাছে দু'টি তদন্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়।

ধসের পর ২০০৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি র‍্যাংগস ভবন ভাঙ্গার কাজ দ্বিতীয়বারের মতো শুরু করে সিক্স স্টার করপোরেশন। ভাঙ্গার দায়িত্ব দেয়া হয় সেই ট্র্যাজেডি সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানকেই। তদারকি করবে বুয়েটের পরামর্শক দল। সোমবার সরেজমিনে দেখা গেছে, রাজউকের কোন শ্রমিক অভিযানে অংশ নিচ্ছে না। বুয়েটের পরামর্শক দলকে সহায়তা করবে রাজউকের কর্মকর্তারা। অভিযোগ পাওয়া গেছে, র‍্যাংগস ভবন ভাঙ্গার জন্য যে ধরনের যন্ত্রপাতি প্রয়োজন ও পূর্বাভিজ্ঞতা থাকা জরুরী তার কোনটিই নেই সিক্স স্টারের। জাহাজ ভাঙ্গার কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটির। র‍্যাংগস ভবনের অবকাঠামো আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়ছে। ঝুঁকির মাত্রা বেড়েই চলেছে। ভিআইপিসংলগ্ন এ ভবনটি ভেঙ্গে পড়লে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। আশপাশের লোকালয় ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও দিন-রাত ব্যস্ত থাকে ভবনের সামনের সড়কটি। দুর্ঘটনা এড়াতে রাজউকের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে বলে জানালেও এখন পর্যন্ত বাস্তবে তা দেখা যায়নি। বহুতল ভবনটি অপসারণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিগত ক্ষমতা ও দক্ষতার অভাব আছে সংশ্লিষ্টদের। র‍্যাংগস ভবনের সামনের ভিআইপি সড়কে ওপর থেকে ভবনের ভাঙ্গা অংশ ছিটকে পড়ছে। এতে পথচারী ও যানবাহন চলাচল হচ্ছে ব্যাহত। বুয়েটের পরামর্শক কমিটির সদস্য, বুয়েট শিক্ষক অধ্যাপক ড. সৈয়দ ইসতিয়াক আহমদ বলেন, বুয়েটকে এবার পরামর্শক নিয়োগ করা হলেও সিক্স স্টারকে দিয়ে আবার ভাঙ্গার কাজ করানোর কারণ সম্পর্কে আমাদের কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। তবে ভবন ধসের পর তদন্ত প্রতিবেদনে সিক্স স্টারের সাব-কন্ট্রাক্ট দেয়ার বিষয়টি আমরা উল্লেখ করেছি। ভবন ভাঙ্গা ও সংযোগ সড়ক প্রকল্পের বর্তমান পরিচালক প্রকৌশলী আবদুল আওয়াল বলেন, সিক্স স্টারের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের পূর্বচুক্তি থাকার কারণে তাদের বাতিল করা হয়নি। তাছাড়া দুর্ঘটনা তো দুর্ঘটনাই।

ভারত সরকার প্রতিশ্রুত ৫ লাখ টন চালের প্রথম চালান দর্শনা পৌঁছেছে

ভারত থেকে আমদানি করা ১ হাজার ৮৬৩ টন চাল দর্শনা সীমান্তে পৌঁছেছে। ভারত সরকার প্রতিশ্রুত ৫ লাখ টন চালের এটি প্রথম চালান। প্রতিটন চালের দাম পড়েছে ৩৮৯ মার্কিন ডলার। খবর বাসসর।

কর্মকর্তারা জানান, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী এটি হচ্ছে আমদানিকৃত চালের প্রথম চালান। চুয়াডাঙ্গার বাসস প্রতিনিধি স্থানীয় খাদ্য কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানান, রেলের ৩৪টি ওয়াগনযোগে ভারত থেকে এ চাল এখানে পৌঁছেছে। খুলনার আঞ্চলিক ফুড কন্ট্রোলার চিত্তরঞ্জন বেপারী এবং চুয়াডাঙ্গার জেলা কন্ট্রোলার আরিফুজ্জামান ভারত থেকে আমদানি করা প্রথম চালানের চাল গ্রহণ করেন।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা জানান, ওয়েস্ট বেঙ্গল এসেনশিয়াল কমোডিটিজ সাপ্লাইজ কর্পোরেশন লিমিটেড ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে এ চাল সরবরাহ করেছে। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী ৫ লাখ টন চাল প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে অনুযায়ী বাংলাদেশ আরও ৪ লাখ টন চাল কেনার চেষ্টা করছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে গত বছর ১ ডিসেম্বর প্রণব মুখার্জী বাংলাদেশ সফরকালে এ প্রতিশ্রুতি দেন। কর্মকর্তারা জানান, ভারত থেকে বাকি ৪ লাখ টন চাল সরবরাহের ব্যাপারে সে দেশের একটি প্রতিনিধি দল আলোচনার জন্য এখন ঢাকা সফর করছেন।

বেনাপোলে চাল আসা অনিশ্চিত

সাজেদ রহমান, যশোর থেকে জানান, সোমবারও বেনাপোল বন্দর দিয়ে কোন চাল আমদানি হয়নি। বর্তমানে পরিস্থিতি ঘোলাটে আকার ধারণ করেছে। বেনাপোলের ওপারে পেট্রাপোল বন্দরে অতিরিক্ত নিরাপত্তা হাতে নেয়ায় সেখানে উত্তেজনা বিরাজ করছে। পূর্ব মূল্যে চাল রফতানির অনুমতি না মেলায় ভারতের বনগাঁ এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট এ্যাসোসিয়েশন সোমবার ২টার পর থেকে দু'দেশের মধ্যে আমদানি-রফতানি বন্ধের যে হুমকি দিয়েছিল তা প্রতিহত করেছে ভারতের স্থানীয় প্রশাসন ও সিএ্যান্ডএফ এজেন্ট ব্যবসায়ীরা। ফলে বেসরকারী পর্যায়ে বাংলাদেশে চাল রফতানি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

রবিবার পেট্রাপোল অচল করে দেয়ার হুমকি দেয় ভারতের চাল রফতানিকারকরা। আর তা ঠেকাতে সোমবার সকাল থেকে বেনাপোল বন্দরের ওপারে ভারতের পেট্রাপোল বন্দরে অতিরিক্ত ভারতীয় ব্ল্যাক ক্যাট, পুলিশ ও বিএসএফ সদস্য মোতায়েন

করা হয়। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও পুলিশের কঠোর মনোভাবের কাছে বন্ধ ঠেকাতে কেউ সাহস পায়নি। তবে বন্দর এলাকায় টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে। পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁ এলাকার এসডিও'র নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রশাসনিক প্রতিনিধি দল আমদানি রফতানি দ্রুত সম্পন্ন করতে ভারতীয় চেকপোস্ট এলাকায় অবস্থায় করছেন বলে ওপারের সিএ্যান্ডএফ সূত্রে জানা গেছে। এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বাবলা দে জানান, স্থানীয় ট্রান্সপোর্ট ও সিএ্যান্ডএফ এজেন্ট ব্যবসায়ীরা আমদানি-রফতানি বন্ধের পক্ষে থাকলেও পরে পরিস্থিতি দেখে তারা আমদানি-রফতানি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনের পক্ষে কাজ করছে। পেট্রাপোল বন্দর এলাকায় আটকে থাকা চাল ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রশাসনিকভাবে চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

এদিকে সোমবার পেট্রাপোল বন্দর এলাকায় এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট এ্যাসোসিয়েশন, বন্দর, কাস্টমস ও প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে দফায় দফায়। এতে কোন কাজ হয়নি। এ ধরনের পরিস্থিতিতে দু'দেশের আমদানি-রফতানি কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে পদে পদে। গত ৫ মার্চ ভারতের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ভারতের পেট্রাপোল বন্দরে আটকে থাকা চাল ৫শ'৫ ডলারে রফতানির অনুমতি দিলেও কাস্টমস কর্তৃপক্ষ গত ১৫ মার্চ এক নতুন নির্দেশনা জারি করে পেট্রাপোল বন্দরে আটকে থাকা চাল রফতানিকে আরও ঘোলাটে করে তোলে। ভারতীয় চাল রফতানিকারকরা এ নির্দেশনার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা ১৬ মার্চ পেট্রাপোল ওয়ার হাউজ কর্পোরেশনের সামনে এক প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে সকল প্রকার আমদানি-রফতানি বন্ধের ডাক দেয়। পেট্রাপোল কাস্টমসের সহকারী কমিশনার আনোয়ার হোসেন জানান, বন্দর এলাকায় ১০ দিন ধরে আটকে থাকা চালের ট্রাক আজকের মধ্যেই ফিরিয়ে নেয়ার চূড়ান্তভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে রফতানিকারকদের। বিকালের দিকে ভারতের ব্ল্যাক ক্যাট সদস্যরা পেট্রাপোল বন্দররের পার্কিং ও আশপাশের এলাকা থেকে চাল বোঝাই প্রায় ৩ হাজার ট্রাক সরিয়ে দিয়েছে। সোমবার সরকারী পর্যায়ে চাল রফতানি করার কথা থাকলে তা রফতানি হয়নি। চাল রফতানি বন্ধ হওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছে উভয় দেশের আমদানি-রফতানিকারকরা। বাংলাদেশের অনেক চাল আমদানিকারকের এলসি পড়ে আছে ভারতীয় রফতানিকারকদের কাছে। নতুন করে কোন এলসি দিচ্ছেন না বাংলাদেশের চাল আমদানিকারকেরা। চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্থবির হয়ে পড়েছে বেনাপোল বন্দররের ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ডের কার্যক্রম।

২৬ মার্চের আগেই সব রাজবন্দীর মুক্তি দাবি করেছেন হান্নান শাহ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ আগামী ২৬ মার্চের আগেই সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবি করেছেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) হান্নান শাহ। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে বিএনপিতে কোন মতপার্থক্য নেই। দেশের জাতীয় ইস্যুতে ঐকমত্য সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক আলোচনা প্রয়োজন রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ২৬ মার্চের আগেই দলীয় চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তির জন্য প্রধান উপদেষ্টাকে চিঠি দেয়া হবে। সোমবার সন্ধ্যায় দলের ভারপ্রাপ্ত দফতর সম্পাদক রিজভী আহমেদ হান্নান শাহর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি একথা বলেন।

গত কিছুদিন ধরেই বিএনপির খালেদাপন্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে মতবিরোধ চলছিল। বিশেষ করে দলের ঐক্যের ব্যাপারে হান্নান শাহ সংস্কারপন্থী নেতা সাইফুর রহমানকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তা হান্নান শাহর ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপরে দলীয় মহাসচিবের সঙ্গে কোন প্রকার আলোচনা করা হয়নি। সারাদেশে বিএনপির নেতাকর্মীরা চেয়ারপার্সনের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ আছে। তাঁর অনুপস্থিতিতে দলের মহাসচিব বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন। এর প্রতিক্রিয়ায় হান্নান শাহ তাঁর বাসভবনে সংক্ষিপ্ত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান আমি জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর দলের ঐক্যের ব্যাপারে মহাসচিবের সঙ্গে এক ঘন্টা বৈঠক করেছি। তাঁর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই সংস্কারপন্থীদের কাছে চিঠি দেয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ঐক্যের বিষয়ে সবার জানার কথা নয়। এটা এমন বিষয় নয় যে সবার সঙ্গে আলোচনা করে জানাতে হবে। তিনি আরও বলেন, মহাসচিব দেশের বাইরে চলে যাওয়ায় তার সঙ্গে এ ব্যাপারে আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এরপরের দিন আরেকটি সংবাদ সম্মেলনে হান্নান শাহ বলেন, মহাসচিবের অনুপস্থিতিতেই দল পরিচালনা করা হবে। দলের কাঠামোর মধ্যে থেকে সবাইকে যার যার দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। এর পর থেকেই মূলত খালেদাপন্থীদের মধ্যে মতবিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জানা গেছে, খালেদাপন্থীদের মধ্যে যে মতবিরোধ কয়েকদিন ধরে চলে আসছিল তা নিরসনের জন্য হান্নান শাহর সঙ্গে গত শনিবার রাতে দেখা করেন খোন্দকার দেলোয়ার হেসেনের ছেলে ডব্লিউ রহমান ও মেজর অব আখতারুজ্জামান। সে সময় তাঁরা মহাসচিবের সঙ্গে হান্নান শাহর কথা বলার অনুরোধ করেন। এ সময় হান্নান শাহ তাঁদের জানান, আমাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মহাসচিব দেশে আসলে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব। আর এই সমঝোতার অংশ হিসেবে সোমবার রিজভী আহমেদ হান্নান শাহর সঙ্গে দেখা করেন।

জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের ৩৯৪ সহকারী জজ নিয়োগের সিদ্ধান্ত

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন ৩৯৪ জন সহকারী জজ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কমিশনের এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সোমবার বিকেলে কমিশনের চেয়ারম্যান আপীল বিভাগের বিচারপতি এম এম রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে পুরনো হাইকোর্ট ভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বৈঠকে ৩৯৪ জন সহকারী জেলা জজ নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে বৈঠক সূত্র জানায়।

অনুষ্ঠিত বৈঠকে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের ১১ সদস্যের মধ্যে নয়জন উপস্থিত ছিলেন। অন্যরা হচ্ছেন- হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ ও বিচারপতি এমদাদুল হক, এ্যাটর্নি জেনারেল ফিদা এম কামাল, আইন কমিশনের সদস্য সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, পদাধিকারবলে অর্থ, সংস্থাপন ও আইন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব কাজী হাবিবুল আওয়াল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন আশরাফ সিদ্দিকী, সুপ্রীমকোর্টের রেজিস্ট্রার ইকতেদার আহমেদ ও ঢাকা জেলা জজ ইশতিয়াক হোসেন।

হাসিনার মুক্তি দাবিতে ঢাকা কলেজ ও বুয়েটে মানববন্ধন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে ঢাকা কলেজ ও বুয়েটে মানব বন্ধন করেছে ছাত্রলীগ। সোমবার সংগঠনের এ দুটি শাখার নেতাকর্মীরা পৃথকভাবে নিজেদের ক্যাম্পাসে এ কর্মসূচী পালন করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকাল ১১টার দিকে ঢাকা কলেজে মানববন্ধন করে সংগঠনের নেতাকর্মীরা। তারা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগানসংবলিত প্লাকার্ড নিয়ে মানববন্ধনে অংশ নেয়। ঢাকা কলেজ শাখা আয়োজিত এ কর্মসূচীতে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতৃবৃন্দও অংশ নেন। কর্মসূচীতে

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, যুগ্ম সম্পাদক ইকবাল মাহমুদ বাবলু আশরাফুর রহমান, দফতর সম্পাদক নাসিম আল মোমিন রূপক, প্রচার সম্পাদক আরিফুল ইসলাম উজ্জ্বল, সহসম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সোহেল রানা টিপু, সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশা, ঢাকা কলেজ শাখার সভাপতি সগীর আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

একই দাবিতে দুপুর ১টার দিকে বুয়েট ক্যাম্পাসে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করে ছাত্রলীগ বুয়েট শাখা। সেখানেও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন।

কঠিন সময়ে বাংলাদেশ

নির্বাচনের প্রস্তুতির পাশাপাশি এখন আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি তেলের উচ্চমূল্য মোকাবেলা করতে হচ্ছে॥ ইউএনডিপি প্রধান কেমাল দারবিস

কূটনৈতিক রিপোর্টার॥ জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল (ইউএনডিপি) প্রধান ক্যামাল দারবিশ আগামী কয়েক মাসকে বাংলাদেশের জন্য কঠিন সময় উল্লেখ করে বলেছেন, নিবার্চনের প্রস্তুতির পাশাপাশি বাংলাদেশকে এখন আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি তেলের উচ্চমূল্য মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এর সহজ কোন সমাধান নেই। এ জন্য তিনি সরকারকে শুধু নিবার্চন নয়, অন্যান্য বিষয়গুলোর দিকেও নজর দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়ে বলেছেন, নিবার্চনে জনগণ ও রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হলে তা অর্থবহ হবে। তিনি আশা করেন, বাংলাদেশে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নিবার্চন হবে, যেখানে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটাতে পারবে। তিন দিনের সফর শেষে সোমবার দুপুরে ঢাকা ত্যাগের আগে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

সফরকালে তিনি রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ, সেনাবাহিনীপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এটিএম শামসুল হুদা, পররাষ্ট্র সচিব মোঃ তৌহিদ হোসেনসহ সরকারের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এছাড়া তিনি ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলায় ভোটার তালিকার কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

মি. দারবিস বলেন, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় সংস্কার সাধনের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন, বিচারব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নাগরিকদের কাছে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য এই সংস্কার কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জরুরী। তিনি বলেন, নিবার্চনের পর জয়ী ও পরাজিত উভয় দলকেই নির্বাচনের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এখানে আসার আগে ও এখানে এসে আমি যা দেখেছি, তাতে বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রকেই ধারণ করে। গণতন্ত্রের প্রতি তাদের সুদৃঢ় ভালবাসা রয়েছে। তাই তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে বলে আমি মনে করি। এখানকার নাগরিকদের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ, সফল ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মানুষও অন্যান্য দেশের মানুষের মতো বর্তমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রত্যাবর্তন করবে। তিনি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে বাংলাদেশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে বলেন, আমি বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। আমরা আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য নিয়ে আলোচনা করেছি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে শুধু বাংলাদেশ নয়, আরও অনেক দেশ সমস্যার মধ্যে রয়েছে। এ অবস্থায় গরিব জনগোষ্ঠীকে বাঁচাতে হবে। বাংলাদেশের মতো আমদানিনির্ভর দেশের জন্য বিশ্ব অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি খুবই জরুরী। বাংলাদেশকে এখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তিনি আগামী কয়েক মাস বাংলাদেশের জন্য কঠিন সময় উল্লেখ করে বলেন, আগামী কয়েক মাস বাংলাদেশের জন্য কঠিন সময়। আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য ও জ্বালানি তেলের দাম বাড়ছে। এর সহজ কোন সমাধান নেই। সরকারকে এর সমাধন খুঁজে বের করতে হবে। সরকারকে শুধু নিবার্চন নয়, অন্যান্য বিষয়গুলোর দিকেও নজর দিতে হবে।

তিনি রোডম্যাপ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে নির্বাচনের আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন,আমার আস্থা রয়েছে, বাংলাদেশে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নিবার্চন হবে, যেখানে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটাতে পারবে। স্থানীয় সরকার ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে সৃষ্ট বিতর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একেক দেশের নিবার্চন পদ্ধতি একেক ধরনের হয়ে থাকে। স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচন পৃথক কিংবা একই সঙ্গে হতে পারে। তবে মূল বিষয় হলো নির্বাচনে সকল দলের অংশগ্রহণের ওপর জোর দেয়া উচিত। নির্বাচনে জনগণ ও রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হলে তা অর্থবহ হবে।

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত নির্বাচনী রোডম্যাপ যথাসময়ে বাস্তবায়িত হবে কিনা– এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, উন্নয়ন সহযোগী রোডম্যাপ ব্যাহত হচ্ছে কিনা এ নিয়ে আমরা কোন মন্তব্য করতে চাই না। তবে ভোটার তালিকা প্রণয়ন কাজ পরিদর্শন করে আমার এই আস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, নির্বাচন কমিশন অন্য কাজগুলোও সুচারুভাবে করতে পারবে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকলে শুধুমাত্র বিদেশী বিনিয়োগ নয়, অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যেও এই উপলব্ধি আছে। তাই তারা স্বাভাবিকভাবেই কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস। বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রতিবেদন সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা এখানকার মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি।

গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার প্রকল্প পরিচালক ওএসডি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ রাজধানীর গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার প্রকল্পের পরিচালক পদ থেকে আশিকুর রহমানকে অব্যাহতি দেয়ার পাশাপাশি করা হয়েছে ওএসডি। ফ্লাইওভারটিকে কেন্দ্র করে ডিসিসির স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড, অফিস শৃঙ্খলা লঙ্ঘন এবং অসদাচরণের অভিযোগে এ সিদ্ধান্ত নেয় ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ। সোমবার ডিসিসি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, নগরীতে গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার নির্মাণকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিরোধের এক পর্যায়ে জায়গা বুঝিয়ে না দেয়ার অভিযোগ এনে ক্ষতিপূরণ দাবি করে ডিসিসির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান বেলহাসা একম এ্যান্ড এসোসিয়েটস। মামলার জবাব তৈরী করার জন্য ডিসিসির প্রধান প্রকৌশলী কর্ণেল আশফাকুল ইসলাম ফ্লাইওভারের প্রকল্প পরিচালক আশিকুর রহমানকে নির্দেশ দেন। প্রতিবেদন তৈরী করা হলে প্রকল্প পরিচালক আশিকুর রহমানকে এতে স্বাক্ষর দেয়ার জন্য বলেন প্রধান প্রকৌশলী। প্রতিবেদনে স্বাক্ষর দিতে রাজি হননি আশিকুর রহমান। এরপর ডিসিসির প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নগরভবন টাস্কফোর্সের দু'জন সদস্য এবং আশিকুর রহমান এক বৈঠকে বসেন। উপস্থিত সবাই নীতিগতভাবে প্রতিবেদনে স্বাক্ষর দেয়ার জন্য আশিকুর রহমানকে বলেন। এতেও রাজি হননি আশিকুর রহমান।

অবশেষে প্রধান প্রকৌশলী কর্নেল আশফাকুল ইসলাম সর্বশেষ করণীয় হিসাবে আশিকুর রহমানের বিরুদ্ধে ডিসিসির স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড, অফিস শৃঙ্খলা লঙ্ঘন এবং অসদাচরণের অভিযোগ তোলেন। ডিসিসির প্রধান প্রকৌশলী এসব অভিযোগ তুলে আশিকুর রহমানকে বরখাস্তের সুপারিশ করে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আলাউদ্দিনের কাছে প্রেরণ করেন। প্রধান প্রকৌশলীর এ সুপারিশ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পাঠান মেয়র সাদেক হোসেন খোকা বরাবর। আশিকুর রহমানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য মতামত জানিয়ে ডিসিসির সচিব মোঃ গোলাম মোস্তফার কাছে প্রেরণ করেন মেয়র সাদেক হোসেন খোকা। আর সচিব সেই সুপারিশপত্রে আশিকুর রহমানকে গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার প্রকল্পের পরিচালক পদ থেকে অব্যাহতি এবং ওএসডি করার জন্য অনুমোদন করেন।

খাতুনগঞ্জ চাক্তাইয়ের পাইকারি বাজার স্থবির ॥ নানা গুঞ্জন

মোয়াজ্জেমুল হক, চট্টগ্রাম অফিস ॥ ছোট বড় দেড় শতাধিক আমদানিকারক নিয়ে আমদানি ও রফতানি পণ্যের দেশের বৃহত্তম পাইকারি বাজার চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ-চাক্তাইয়ের সর্বত্র চলছে নীরব হাহাকার। 'বেচা-কেনা' নেই এ দু'টি শব্দ সকলের মুখে মুখে। টাকার রোলিং হচ্ছে না। পণ্যের সাপ্লাই আছে। কিন্তু দর-দামে তারতম্যসহ আনুষঙ্গিক নানা কারণে বাজারের নিত্যদিনের গতি অনুপস্থিত। এ কারণে আমদানিকারক থেকে পাইকারি, পাইকারি থেকে খুচরা পর্যায় পর্যন্ত পড়ছে 'রিউমার ইকোনমির' প্রভাব। কিন্তু ভোগ্যপণ্যের দর আরও বৃদ্ধির আশঙ্কাও ব্যক্ত করা হয়েছে।

ব্যবসায়ীরা বলেছেন, বাজার পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং সাপ্লাই চেইনে সংস্কার না হয়ে ভোগ্যপণ্য বিপণনে যে সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে এতে সাময়িক দৃশ্যমান সাফল্য আসতে পারে। তবে কখনও তা স্থায়ী হবে না। পণ্যের চাহিদার আশি শতাংশ যেখানে আমদানিনির্ভর, সেখানে আন্তর্জাতিক বাজার দরকে উপেক্ষা করার সুযোগ কোথায়। এ ছাড়া খাতুনগঞ্জ-চাক্তাইসহ দেশের বড় বড় পাইকারি বাজারে শত বছরের পুরনো নিয়মনীতিকে একদিনে বাদ দিয়ে উতরে যাওয়ার কোন তৎপরতা চালানো হলে তা হবে বুমেরাং। ইতোমধ্যে এই পাইকারি বাজার থেকে মোকামে (মফস্বল) বিক্রি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে ব্রোকার মহলে।

এদিকে গত সপ্তাহের তুলনায় চলতি বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের পাইকারি মূল্য হ্রাস পেলেও খুচরা পর্যায়ে এর তেমন প্রতিফলন ঘটেনি। বাজার সূত্রে জানানো হয়, গেল সপ্তাহে সয়াবিন ও পাম অয়েলের পাইকারি দর ছিল যেখানে মণপ্রতি ৩৯০০ ও ৩৭০০ টাকা। তা গত সপ্তাহে হ্রাস পেয়েছে ৩৬০০ ও ৩২০০ টাকায়। খুচরা পর্যায়ে লিটারপ্রতি এক থেকে দু'টাকা কমেছে মাত্র। অনুরূপভাবে গেল সপ্তাহের ২৬৫০ টাকার ডাল ২৪৮০ থেকে ২৫০০ টাকা, ১৮৮৫ টাকার চাল ১৮৫০ টাকা, ১২৭০ টাকার গম ১২০০ থেকে ১২২০ টাকা, ১৪৫০ টাকার চিনি ১২৮০ টাকায় নেমে এসেছে। এর মূল কারণ আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যে হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি। পিঁয়াজের বাজার রয়েছে স্থিতিশীল। ছোলার দাম মণপ্রতি ১৮০০ টাকাই রয়েছে। এ পণ্যের মূল্য আগামীতে বাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছে বাজার সূত্রে। বাংলাদেশে অধিকাংশ ছোলা আমদানি হয় অস্ট্রেলিয়া থেকে। এ ছাড়া বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া ছাড়া আর কোথাও রফতানির ছোলা নেই। সূত্র জানায়, যেহেতু রমজানে ছোলার চাহিদা ব্যাপক, সেহেতু এখন থেকে এ পণ্যের আমদানি বুকিং নিশ্চিত করতে হবে।

সূত্র জানায়, বর্তমানে গমের বিষয়টি সবচে' স্পর্শকাতর। চালের চেয়ে আটার মূল্য বেশি। খাতুনগঞ্জে এ পণ্যের একজন আমদানিকারককে বিপুল অঙ্কের পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এক লাখ টন গমের বিপরীতে সব খরচ মিলিয়ে ব্যয় হচ্ছে ৪১০ কোটি টাকা। এ পরিমাণ অর্থের বিপরীতে ব্যাংক সুদ গুণতে হয় দৈনিক প্রায় ১৬ লাখ টাকা। তবে ইতোমধ্যে চালসহ ১৩ ধরনের ভোগ্যপণ্যের ব্যাংক ঋণ সুদ সর্বোচ্চ ১২ শতাংশ করে দেয়ায় ভবিষ্যতে সুদের পরিমাণ কিছু কমবে মাত্র। বাজার সূত্রে বলা হয়েছে, ভুল তথ্য-উপাত্তের ওপর বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে, এতে বাজার হচ্ছে অস্থির। এসব ভুল তথ্যের ওপর সরকার সিদ্ধান্ত প্রদান করলে মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসবে। এ ছাড়া অগ্রাধিকার দিতে হবে মাসে বা বছরে কোন্ পণ্যের কতটা প্রয়োজন এবং সে অনুসারে তা আমদানি হচ্ছে কিনা। কিন্তু তথ্য প্রকাশ হয় শুধু টাকার অঙ্কে, পরিমাণ উল্লেখ করা হয় না। অপরদিকে বিদেশে পণ্যের মূল্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশে বেড়ে যায়, তা পুরো সত্য নয় বলে ব্যবসায়ীদের দাবি। এর প্রমাণ বর্তমানে বহুভোগ্যপণ্য রয়েছে তা উচ্চমূল্যে বুকিং করা। কিন্তু বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে বুকিং রেটের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কমে।

ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পণ্যের উচ্চমূল্যের বর্তমান সমস্যা শুধু দেশে নয়, বরং সারাবিশ্বে রয়েছে। এ নিয়ে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা অনুসরণ করা যেতে পারে। এ ছাড়া দেশে বাস্তবভিত্তিক কোন নীতিমালা না থাকার কারণে ভোগ্যপণ্যের অঞ্চলভিত্তিক বাজার দরে বড় ধরনের হেরফের লক্ষ্যণীয় এ ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ম নতুন নতুন আদেশ-নির্দেশ কোন কাজে আসছে না। বরং বাড়ছে অস্থিরতা।

সারাদেশে তীব্র বিদ্যুত সঙ্কট, দফায় দফায় লোডশেডিং নগর জীবনে দুর্ভোগ

গ্রীষ্ম মৌসুম পুরো শুরু হলে ভোগান্তি আরও বাড়বে॥ বিদ্যুত বিভাগ

সোহেল রহমান ॥ গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই সারাদেশে শুরু হয়েছে তীব্র বিদ্যুত সঙ্কট। চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত উৎপাদন, বোরো চাষের সেচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুত সরবরাহের ঘাটতি পোষাতে দিনে-রাতে দফায় দফায় লোডশেডিংয়ের শিকার হচ্ছে দেশবাসী। এর ফলে নগরজীবনে বেড়েছে দুর্ভোগ। সামনে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত ঘটছে। বিদ্যুত বিভাগ জানিয়েছে, পুরোপুরিভাবে গ্রীষ্ম মৌসুম শুরু হলে গ্রাহকদের ভোগান্তি আরও বাড়বে।

পিডিবি সূত্র জানিয়েছে, শীত মৌসুম শেষ হওয়ায় সারাদেশে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে গেছে। তাদের হিসাব অনুয়ায়ী, দেশে বর্তমানে বিদ্যুতের চাহিদা ৪ হাজার ২শ' থেকে ৪ হাজার ৪শ' মেগাওয়াটের মতো। বিপরীতে প্রতিদিন গড়ে ৩ হাজার ৫শ মেগাওয়াটারে মতো উৎপাদন হচ্ছে। তবে পুরোপুরি গ্রীষ্ম মৌসুম শুরু হলে গ্রাহদের আরও বড় ধরনের ভোগান্তিতে পড়তে হবে। কারন এ সময় পিক আওয়ারে সারাদেশে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ৫ হাজার ৫শ' মেগাওয়াট। তবে পিডিবি বিদ্যুত সংকটের জন্য চাহিদা বৃদ্ধি পাশাপাশি বিদ্যুতের লো-ভোল্টেজ ও গ্যাসের অভাবে উৎপাদন ঘাটতিকে দায়ী করেছে। গ্যাস সংকটের কারণে বর্তমানে বিদ্যুতের উৎপাদন প্রায় ৫শ' মেগাওয়াট কম হচ্ছে। গ্যাসের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে প্রায় হাজার মেগাওয়াটেরও বেশি বিদ্যুত উৎপাদন সম্ভব বলে পিডিবি জানিয়েছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝিতে যেখানে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ৩ হাজার ৫শ' থেকে ৬শ' মেগাওয়াটের মতো সেখানে কয়েক দিনের ব্যবধানে চাহিদা বেড়ে ৪ হাজার ৩শ' থেকে ৪ হাজার ৫শ' মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। পিডিবি কন্ট্রোল রুমের হিসাব অনুযায়ী সোমবার সারাদেশে বিদ্যুতের চাহিদা ধরা হয়েছে ৪ হাজার ৩শ' মেগাওয়াট। বিপরীতের সম্ভাব্য সরবরাহ ধরা হয় ৩ হাজার ৭৯৫

মেগাওয়াট। সরকারি হিসাবেই সোমবার সারাদেশে বিদ্যুতের ঘাটতি ধরা হয় ৪৪৬ মেগাওয়াট। তবে রক্ষণশীল সরকারী হিসাবের বাইরে বাস্তবে বিদ্যুতের ঘাটতি থাকে আরও বেশি।

এদিকে গ্রীষ্ম মৌসুম আসার আগেই বিদ্যুত সংকটে নাকাল হতে হচ্ছে নগরবাসীকে। রাজধানী ঢাকার আবাসিক এলাকাগুলো দিনে ও রাতে কয়েক দফায় লোডশেডিং করা হচ্ছে। ঢাকার মিরপুর, মোহাম্মদপুর, শ্যামলী, কল্যাণপুর, ফার্মগেট, ধানমন্ডি, রাজাবাজার, গ্রীনরোড, পুরনো ঢাকা, মালিবাগ, মগবাজার, রামপুরা, বাড্ডা, খিলগাঁও, মতিঝিল, কমলাপুর, সবুজবাগ, বাসাবো, মাদারটেক, গোড়ান, সায়েদাবাদ, যাত্রাবাড়ী এলাকার বাসিন্দা দিনে অন্তত তিন থেকে চারবার লোডশেডিংয়ের জন্য দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এসব আবাসিক এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, অন্যান্য বছর গরমের সময় প্রতিদিন একবার কিংবা দুবার করে লোডশেডিং করা হতো। কিন্তু এবার গরম শুরু হওয়ার আগেই দিনে তিন থেকে চারবার কিংবা আরও বেশি লোডশেডিং করা হচ্ছে। বিদ্যুত বিভ্রাটের কারণে রাজধানীর আবাসিক এলাকাগুলোতে পানি সঙ্কটও দিন দিন তীব্র হয়ে উঠছে।

বিদ্যুতের এই আসা যাওয়ার মহড়ায় সবচাইতে ভোগান্তির মধ্যে পড়েছে এসএসসি পরীক্ষার্থীরা। চলতি মাসের শেষ দিকে শুরু হবে দেশের বড় এই পাবলিক পরীক্ষা। কিন্তু বিদ্যুতের লোডশেডিংয়ের কারণে শিক্ষার্থীদের জীবনের প্রথম বৃহৎ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ছন্দপতন ঘটছে। বিদ্যুতের আলোর পরিববর্তে মোম কিংবা চার্জার বাতির আলোতে পরীক্ষার্থীদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সারতে হচ্ছে। দিনে কিংবা রাতে বিদ্যুত চলে গেলে গরমের মধ্যে মোম জ্বালিয়ে তাদের পড়তে হচ্ছে। বিদ্যুত বিভ্রাটে ছেলেমেদের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন অভিভাবকরা। বিদ্যুতের লোডশেডিংয়ে অতিষ্ঠ হয়ে সম্প্রতি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা রাস্তায় মিছিল সমাবেশ করেছে।

বোরো সেচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুত সরবরাহের কথা বলে শহরাঞ্চলে লোডশেডিং করা হলেও গ্রামের মানুষের জন্য সুখের কিছু নেই। বরং সেখানে লোডশেডিংয়ের দাপট আরও বেশি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের অভাবে মফস্বল শহরগুলোতে অন্ধকার নেমে আসে। আর গ্রামাঞ্চলে দিনের অধিকাংশ সময় বিদ্যুত থাকছে না। সন্ধ্যা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত অধিকাংশ সময় অন্ধকারে কাটছে গ্রামীণ জনপদের বাসিন্দাদের। সেচকাজের জন্য রাত এগারোটা থেকে সকাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুত সরবরাহ নিশ্চিত করার নির্দেশও বাস্তবে তেমন কাজে আসছে না। বিদ্যুত আসা যাওয়ার পাশাপাশি লো-ভোল্টেজের কারণে সেচকাজে ভোগান্তির মুখে পড়ছে কৃষকরা।

সূত্র জানায়, শীত মৌসুমে সাধারণ ভোক্তাদের বিদ্যুত চাহিদা কিছুটা কম হলেও জানুয়ারীতে সারাদেশে শুরু হয় সেচ মৌসুম। এ সময় বোরো চাষের জন্য জমিতে প্রচুর সেচের প্রয়োজন হয়। সেচ মৌসুমে দেশে অতিরিক্ত বিদ্যুতের চাহিদা দাঁড়ায় প্রায় ১ হাজার মেগাওয়াট। জানা গেছে, সারাদেশে সেচ কাজের জন্য গভীর নলকূপ রয়েছে ২ লাখ ২১ হাজার ৭৭৪টি। এই পাম্পগুলোতে মোট বিদ্যুতের চাহিদা ১ হাজার ৭৮ মেগাওয়াট। এর মধ্যে ঢাকা অঞ্চলে ১৮ হাজার ৮০৭ টি গভীর নলকূপের বিপরীতে বিদ্যুত চাহিদা রয়েছে ৭৩ মেগাওয়াট। ময়মনসিংহ অঞ্চলে ৪৬ হাজার ৭০৭টি পাম্পে বিদ্যুতের চাহিদা ২০৯ মেগাওয়াট। রাজশাহী অঞ্চলে ৪৭ হাজার ২৪৯টি পাম্পের বিপরীতে বিদ্যুতের চাহিদা ৩০৯ মেগাওয়াট। খুলনায় ২৯ হাজার ৩১২ পাম্পের চাহিদা ১২৮ মেগাওয়াট। এছাড়া কুমিল্লায় ২০ হাজার ৯৩৫ পাম্পের বিপরীতে ১০২ মেগাওয়াট, চট্টগ্রামে ৫ হাজার ৩৮১ পাম্পের বিপরীতে ২৪ মেগাওয়াট, সিলেটে ৩ হাজার ৪টি পাম্পের বিপরীতে ১৫ মেগাওয়াট, বরিশালে ৭২৫ পাম্পের বিপরীতের ৩ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে। সেচ মৌসুমে পাম্পগুলোতে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি), বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) এবং ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিদ্যুত সরবরাহ করা হয়। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী বিভাগে জানুয়ারী থেকেই সেচপাম্প চালু করা হয়। ঢাকা বিভাগের জানুয়ারীর শেষ দিকে সেচপাম্প চালুর প্রয়োজন হয়। তবে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে খুলনা ও বরিশাল বিভাগে কিছুটা বিলম্বে সেচকাজ শুরু হয়। অঞ্চলভেদে জানুয়ারীর প্রথম থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সেচ কার্যক্রম চলে।

অগ্নিঝরা মার্চ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ আজ রক্তঝরা মার্চের ১৮ তারিখ। একাত্তরের এই দিনে সর্বত্র চলছিল সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি। একদিকে বঙ্গবন্ধু ও ইয়াহিয়া খানের বৈঠক, অন্যদিকে মুক্তিপাগল বাঙালীর হানাদার মোকাবেলার প্রস্তুতি। পর পর দু'দিন নিষ্ফল আলোচনার পর এক পর্যায়ে সবাই বুঝতে পারে যে পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ করছে, গোপনে চালাচ্ছে বাঙালী নিধনের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। মুক্তিকামী জনতার কাছে এ ষড়যন্ত্র ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বৈঠকে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার প্রশ্নে ছিলেন অবিচল। তাই স্বাধীনতার দাবিতে অটল থেকেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করছিলেন তিনি। এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু আলোচনার টেবিলেই ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে সময়ক্ষেপণ ও প্রহসনের অভিযোগ উত্থাপন করেন। তখনই নির্ধারিত হয়ে যায় কথিত সংলাপের ভাগ্য। ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনায় স্বাধীনতার পথে অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, বাঙালীদের ওপর গুলিবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের বিচার করাসহ বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করেন।

শীর্ষ পর্যায়ে আলোচনা চললেও জাতির মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত ছাত্র-জনতা বসে ছিল না। বিমানবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত বাঙালী জওয়ানরা ঘোষণা করেন, মুক্তি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত তাঁরা। একাত্তরের এই দিনে বিমানবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত বাঙালী সৈনিকরা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রকাশ্য ঘোষণা দেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কর্মীরা বাংলাদেশে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের স্বাধীনতা সংগ্রামে একাত্ব করতে বিভিন্ন স্থানে মতবিনিময় চালিয়ে যেতে থাকে। গ্রামগঞ্জে, পাড়া-মহল্লায় গোপনে চলে তাঁদের অস্ত্র সংগ্রহ অভিযান। সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি।

নতুন বাংলা আর একটি পতাকার দীর্ঘদিনের দাবিতে আন্দোলন, বিক্ষোভ ততদিনে চরম রূপ নিয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ছাত্র-জনতা, অবসরপ্রাপ্ত ও ছুটিতে থাকা বাঙালী সেনা সদস্যদের কাছে গোপনে সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়া শুরু করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষ তাঁদের কাছ থেকে সামরিক প্রশিক্ষণের প্রস্তুতি নিতেও শুরু করে। মহিলা পরিষদের সদস্যরাও পিছিয়ে ছিল না। একাত্তরের এই দিন থেকে মহিলা পরিষদের সদস্যরাও সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণের ইচ্ছায় প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে।

অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনী সামরিক ঘাঁটিকে শক্তিশালী করতে গোপনে গোলাবারুদ আর সৈনিক জড়ো করা অব্যাহত থাকে। পাকিস্তানী শাসকরা স্বাধীনতার আন্দোলনকে দমাতে এভাবে একটু একটু করে প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে।

এফবিসিসিআই নির্বাচনে ব্যাপক সাড়া॥ ভোট পড়েছে ৯৪ শতাংশ

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের নির্বাচন সোমবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। চেম্বার ও এ্যাসোসিয়েশন গ্রুপ মিলিয়ে ভোট পড়েছে প্রায় ৯৪ শতাংশ। স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে এই প্রথমবারের মতো ভোট গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ডক্টর এ টি এম শামসুল হুদা এই নির্বাচন পরিদর্শন করেছেন। এ সময় পোস্টারবিহীন নির্বাচনী প্রচার এবং স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই ভোট প্রদানকে কেন্দ্র করে দিনভর ভোটাররা মতিঝিলে উৎসবে মেতেছিলেন।

এবারের নির্বাচনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে ভোট গ্রহণ। নির্বাচন কমিশন থেকে দেয়া এই স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে সকাল ৯টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয় এবং কোন প্রকার বিরতি ছাড়াই বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত চলে। চেম্বার ও এ্যাসোসিয়েশন গ্রুপ মিলিয়ে মোট ১৫শ' ৫১ ভোটের মধ্যে ১৪শ' ৫১ ভোট গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে চেম্বার গ্রুপে ৩১৬ ভোটের মধ্যে ভোট পড়েছে ৩০৬ এবং এ্যাসোসিয়েশন গ্রুপের ১২শ' ৩৫ ভোটের মধ্যে ভোট পড়েছে ১১শ' ৩৫। বিকাল সাড়ে চারটায় ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা থেকে ভোট গণনা শুরু হয়।

ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সারাদেশের চেম্বার ও এ্যাসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্যাপক সাড়া দেখা গেছে। দিনভর মুখরিত ছিল মতিঝিলের ফেডারেশন ভবন। ভবনের প্রবেশমুখে প্রার্থীরা দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ভোটারদের কাছে ভোট চেয়েছেন। হাতে ধরিয়ে দিয়েছে তাদের নাম ও ছবি সংবলিত কার্ড। সিটি কর্পোরেশন ফেডারেশন ভবনের সামনের রাস্তায় প্যান্ডেল টানানোর অনুমতি না দেয়ায় নির্বাচনী বোর্ড ভবনের পেছনে মোহামেডান ক্লাবে ভোটারদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ওই স্থানটি চোখের অলক্ষে থাকায় ভোটাররা দিনভর ফেডারেশন ভবনের সামনেই ভিড় করেন। রাস্তা ও ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে প্রার্থীদের সমর্থকরা ভোট চেয়েছেন। এই ভোট গ্রহণকে কেন্দ্র করে ফেডারেশন ভবন ব্যবসায়ীদের এক মিলন মেলায় পরিণত হয়।

সকালে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ডক্টর এ টি এম শামসুল হুদা। তিনি বলেন, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে ভোট গ্রহণ এবং প্রার্থীদের পোস্টার ও দেয়াল লিখনবিহীন প্রচার জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসরনীয় হতে পারে। তিনি বলেন, সুন্দর এবং স্বচ্ছভাবে নির্বাচন হচ্ছে। নির্বাচনী প্রচারে ব্যবসায়ীরা পোস্টার ছাপাননি, দেয়াল লিখন করেননি, একে অন্যকে গালিগালাজ করেননি। এটা জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুন্দর দৃষ্টান্ত হতে পারে। জাতীয় নির্বাচনের প্রার্থীরা এটা থেকে শিক্ষা নিতে পারেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছাড়াও দিনভর নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন ডেমোক্র্যাসি ওয়াচের নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রহমান। ভোট গ্রহণ শেষে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হয়েছে। কোন কারচুপি হয়নি। ভোট কেন্দ্রে প্রার্থীদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখান থেকে উঠে এসে তারা ভোট চেয়েছেন। তাই নির্বাচনের নিয়মাবলী ঠিক করতে হবে। নতুন কমিটি দায়িত্ব নিয়ে নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচনের নিয়মাবলী ঠিক করবে আশা করছি।

ভোট গ্রহণ শেষে নির্বাচনী বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আলী আশরাফ সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এ্যাসোসিয়েশন গ্রুপে প্রায় ৯৭ শতাংশ এবং চেম্বার গ্রুপে প্রায় ৯২ শতাংশ ভোট পড়েছে। ভোট প্রদানের হার বেশ আশাব্যঞ্জক। অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা হয়নি। পর্যবেক্ষকরা নির্বাচন দেখে খুশি হয়েছেন। এটা জাতীয় নির্বাচনের জন্য দৃষ্টান্ত হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) প্রশাসক সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী বলেন, সরকার আমাকে ১২০ দিন সময় দিয়েছিল নির্বাচন করার জন্য। ৫ এপ্রিল সেই সময় শেষ হবে। কিন্তু তার আগেই সুষ্ঠুভাবে ভোট করতে পেরেছি। সদস্যরা সবাই নির্বাচনে অংশ নিয়েছে এবং কোন অনিয়ম হয়নি।

এবারে সরাসরি নির্বাচনে বিজিএমইএ প্রতিনিধি আনিসুল হক এবং ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনারি এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি রউফ চৌধুরীর নেতৃত্বে দুটি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। প্রার্থীদের সঙ্গে তারা নিজেরাও দাঁড়িয়ে ভোটারদের কাছে ভোট চেয়েছেন। সোমবার মোট ২৪ পদে সরাসরি নির্বাচন হয়। এই ২৪ পদের বিপরীতে প্রার্থী ছিলেন ৪৯ জন। এর মধ্যে এ্যাসোসিয়েশন গ্রুপের ১২টি পদের বিপরীতে ২২ জন এবং চেম্বার গ্রুপের ১২টি পদের জন্য ২৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। আরবিট্রেশন কমিটির রায়ের কারণে এ্যাসোসিয়েশন গ্রুপের চার প্রার্থী নির্বাচন করতে পারেননি। নির্বাচনের পর ৩৮ সদস্যের পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হবে। ইতোমধ্যে এ্যাসোসিয়েশন গ্রুপ থেকে সাত এবং চেম্বার গ্রুপ থেকে সাত পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন। আগামী ১৯ মার্চ সরাসরি নির্বাচিত ২৪ জন এবং মনোনীত ১৪ জন মোট ৩৮ জন পরিচালক মিলে নিজেদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি ও দু'জন সহসভাপতি নির্বাচিত করবেন। ২০ মার্চ এ ব্যাপারে আপীল করা যাবে। ২৩ মার্চ আপীলের রায় ঘোষণা করা হবে এবং ২৪ মার্চ চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করা হবে।

বাংলাদেশ আয়ারল্যান্ড ওয়ানডে সিরিজ শুরু আজ

স্পোর্টস রিপোর্টার ॥ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হোয়াইটওয়াশের দগদগে ঘা এখনও শুকায়নি। শুকানোর আগেই আশরাফুল, শাকিব, আফতাব, মাশরাফি, নাজিমুদ্দিনরা আজ থেকে আবারও ময়দানি লড়াইয়ে নেমে পড়ছেন। অবশ্য প্রতিপক্ষ প্রোটিয়াসদের মতো শক্তিশালী কোন দল নয়। র‌্যাংঙ্কিয়ে একধাপ পিছনের আয়ারল্যান্ড। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে আইরিশরা এখন ঢাকায়। আজ মিরপুরে সফরকারীরা প্রথম ওয়ানডে খেলতে নামছে স্বাগতিক টাইগারদের বিপক্ষে। সিরিজের বাকি দুই ম্যাচও মিরপুরে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রোটিয়াসদের বিপক্ষে বিধ্বস্ত হবার পরও টাইগার অধিনায়ক আশাবাদী আইরিশদের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের। আজকের ম্যাচ দিয়েই ফিরে পেতে চান হারানো আত্মবিশ্বাস, 'গত কয়েকটি সিরিজে আমাদের পারফরমেন্স ভাল নয় সত্যি। কিন্তু তাই বলে এটা ঠিক নয়, আয়ার্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ হারের। আমরা তাদের হারানোর সামর্থ্য রাখি। আর আজকের ম্যাচ জিতেই আবারও ফিরতে চাই জয়ের ধারায়।' টাইগার অধিনায়ক স্বাগতিকরা সব ধরনের সুযোগ নিয়ে জিততে চাইলেও প্রতিপক্ষ অধিনায়ক ট্রেন্ট জনসন কোনভাবেই ছাড় দিতে নারাজ। খুব ভাল করেই জানেন, শেষ কয়েকটি সিরিজে বাংলাদেশের পারফরমেন্স আহামরি কিছু নয়। আর বিশ্বকাপের সুপার এইটের জয়ের স্মৃতি তাদের বাড়তি প্রেরণা। এটা মেনেই আইরিশ অধিনায়ক ট্রেন্ট জনসন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চান স্বাগতিকদের বিপক্ষে, 'আমরা বাংলাদেশের খেলা দেখেছি। তারা শক্তিমত্তায় আমাদের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের পারফরমেন্স ভাল নয়। আমরা এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে চাই।' ২০০৭-এর বিশ্বকাপে দুই দলই সুপার এইটে উঠে চমকে দিয়েছিল ক্রিকেট বিশ্বকে।

বাংলাদেশ প্রথম পর্বে হারিয়েছিল ভারতকে এবং সুপার এইটে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। কিন্তু আয়ারল্যান্ডের কাছে হেরে গিয়েছিল ৭৪ রানের বড় ব্যবধানে। আজ ম্যাচ জেতার মধ্য দিয়ে টাইগাররা প্রতিশোধ নিতে মরিয়া সেই হারের।

আজ বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল সিন্ডিকেটের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার ॥ আজ মঙ্গলবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত সময়ের দুর্নীতি ও অনিয়মের তদন্ত রিপোর্টের পুনর্মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপন করা হবে।
সকাল ১১টায় অনুষ্ঠেয় বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ তাহির। আজকের এই সিন্ডিকেটের বৈঠক নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বেশ কৌতূহল রয়েছে। এর কারণ আজকের বৈঠকে উপস্থাপিত পুনর্মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি, অনিয়ম ও জনবল নিয়োগ, পদোন্নতিতে ঘটা অনিয়মের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হতে পারে। তবে শিক্ষক, চিকিৎসক ও কর্মচারীদের একটি অংশের ধারণা, লোক দেখানো সিন্ডিকেটের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে দোষীদের বাঁচানোর চেষ্টা করা হবে।
তাদের অভিযোগ, নজরুল কমিটির রিপোর্টকে পাশ কাটিয়ে প্রকৃত দোষীদের বাঁচিয়ে দেয়া নিয়ে সিন্ডিকেট সদস্যদের প্রভাবিত করা হচ্ছে। এতে বিএনপি দলীয় অধিকাংশ সদস্য একযোগে কাজ করতে পারেন। কারণ সিন্ডিকেটের অধিকাংশ সদস্য বিএনপি দলীয়। এছাড়া সিন্ডিকেটের মেয়াদও শেষ হয়েছে অনেক আগে।

হাসিনার মিগ ২৯ মামলা॥ আজ আপীল বিভাগের রায়

স্টাফ রিপোর্টার॥ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা মিগ-২৯ বিমান ক্রয় সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলা বাতিলের আবেদন খারিজ করে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনাসহ অন্যদের করা লিভ টু আপীলের ওপর আজ রায় প্রদান করা হচ্ছে। এ ছাড়া আপীল বিভাগে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হাইকোর্টে অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ১১ বিচারপতির নিয়োগ স্থায়ীকরণের বিষয়ে তৎকালীন প্রধান বিচারপতির সুপারিশ সম্বলিত নথি তলব করে হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চের দেয়া আদেশের বিরুদ্ধে সরকারের আপীলের ওপর রায় প্রদানের জন্য দৈনন্দিন কার্যতালিকায় রয়েছে।
এর আগে ১২ মার্চ আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হাইকোর্টে অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ১১ বিচারপতির নিয়োগ স্থায়ীকরণের বিষয়ে তৎকালীন প্রধান বিচারপতির সুপারিশ সম্বলিত নথি তলব করে হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চের দেয়া আদেশের বিরুদ্ধে সরকারের আপীলের শুনানি শেষ হয়। ওইদিন প্রধান বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিনের নেতৃত্বে গঠিত আপীল বিভাগের ছয় সদস্যের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ শুনানি শেষে রায়ের দিন নির্ধারণ না করে বিষয়টি রায়ের জন্য অপেক্ষমাণ (সিএভি) রাখার আদেশ দেন।
পরদিন ১৩ মার্চ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা মিগ-২৯ বিমান ক্রয় সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলা বাতিলের আবেদন খারিজ করে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনাসহ অন্যদের করা লিভ টু আপীলের শুনানি শেষ হয়। ওইদিন প্রধান বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিনের নেতৃত্বে গঠিত আপীল বিভাগ রায়ের দিন নির্ধারণ না করে বিষয়টি রায়ের জন্য অপেক্ষমাণ রাখার আদেশ দেন।
আপীল বিভাগের মঙ্গলবারের দৈনন্দিন কার্যতালিকায় ১১ জন বিচারপতির বিষয়টি রায়ের জন্য এক নম্বরে রয়েছে। এ ছাড়া শেখ হাসিনার মামলা বাতিল আবেদন খারিজ করে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে হাসিনাসহ অন্যদের লিভ টু আপীলের ওপর রায় প্রদানের জন্য আপীল বিভাগের দৈনন্দিন কার্যতালিকার দুই নম্বরে রয়েছে।

মোহাম্মদপুর ক্রিসেন্ট হাসপাতালের দুই মালিক গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার ॥ রোগী ভাগিয়ে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তির পর চিকিৎসার নামে প্রতারণা ও টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে এক ক্লিনিকের দুই মালিককে। রবিবার রাতে র‍্যাব সদস্যরা রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বাবর রোডের ক্রিসেন্ট হসপিটাল এ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে। এরা হচ্ছে নরুন নবী ও আবুল হোসেন। এছাড়া সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এ ক্লিনিকটি। সেখানে ভর্তি ছিল আরও চার রোগী। পরে র‍্যাবের সহায়তায় তাদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
জানা যায়, বিপ্লব নামের একজনের দুর্ঘটনায় পা কেটে গিয়েছিল। প্রথমে তার স্বজনরা চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে বিপ্লবকে। সেখান থেকে স্থানান্তর করা হয় পঙ্গু হাসপাতালে। ভাড়া করা এম্বুলেন্সে করে পঙ্গুতে যাওয়ার সময় চালক ও ক্রিসেন্ট হাসপাতালের দালালরা রোগীর স্বজনদের বোঝায় পঙ্গুতে গেলে পা কেটে ফেলতে হবে। বলা হয় ক্রিসেন্ট হাসপাতালের কথা। সেখানে যাওয়ার পর এক লাখ টাকায় রোগীর স্বজনদের সঙ্গে চুক্তি হয়। পরে পর্যায়ক্রমে ৩ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু এখনও রোগী সুস্থ হয়নি। উল্টো বিপ্লবের পায়ে পচন ধরে।
র‍্যাব-২ জানায়, প্রতারণার স্বীকার রোগীর মা রাশেদা বেগম বাদী হয়ে মোহাম্মদপুর থানায় একটি মামলা করেন। এছাড়া তারা র‍্যাবের সহযোগিতা চায়। পরে র‍্যাব-২ এর একটি দল মেডিক্যাল বোর্ড ও প্রাইভেট ক্লিনিকের সহকারী পরিচালক ডাঃ মোঃ মমতাজ উদ্দিন ভূঁইয়ার সহযোগিতায় হাসপাতালে পরিদর্শনে গেলে বিভিন্ন অনিয়ম ধরা পড়ে। এসময় সেখানে থাকা কয়েকজন রোগীও নানান অভিযোগ করলে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এ দু'জন ছাড়াও হাসপাতালের আরও দুই চিকিৎসকও মামলার আসামী রয়েছে। দুই ফ্লোর নিয়ে গড়ে ওঠা এ হাসপাতালটিতে চিকিৎসার অনেক সরঞ্জামই পাওয়া যায়নি।

<u>হেলেন কেলারের সেমিনার</u>

এ দেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি অপুষ্টির শিকার

স্টাফ রিপোর্টার ॥ অপুষ্টি, রক্তাল্পতা ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করলে অনেকের চোখেই ভেসে ওঠে দুর্ভিক্ষপীড়িত আফ্রিকার কয়েকটি দেশের মানুষের ছবি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্যি যে, সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি অপুষ্টির শিকার। পুরো বিশ্বে দক্ষিণ এশিয়ার নারীরা সবচেয়ে বেশি অপুষ্টিতে ভোগে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আবার বাংলাদেশের অবস্থা সবেচেয়ে নাজুক। নারীর আর্থিক অবস্থার যত উন্নতি হবে, সামাজিকভাবে সে যত ক্ষমতায়িত হবে তার অপুষ্টির পরিমাণ ততই কমবে এবং রক্তশূন্যতাও কমবে। এ তথ্য জানা গেল সোমবার অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে। কিশোরীর রক্তাল্পতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো ঢাকার বিয়াম মিলনায়তনে। বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পুষ্টি প্রোগ্রাম (এনএনপি) এবং হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনালের যৌথ উদ্যোগে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে দুটি গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২০% হলো কিশোর-কিশোরী বা বয়োসন্ধি দলের। ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের বয়োসন্ধি দলে ধরা হয়। বাংলাদেশের বয়সন্ধি মেয়েদের একটি বড় স্বাস্থ্য সমস্যা হলো রক্তাল্পতা বা এ্যানিমিয়া। মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুরও অন্যতম কারণ রক্তাল্পতা। রক্তাল্পতার কারণে জাতীয় উৎপাদন ও ক্ষতিগ্রস্ত

হয়। তৃতীয় বিশ্বে ০-৪ বছর বয়সী শিশুদের ৪২%, ৫-১৪ বছর বয়সীদের ৫৩%, অ-গর্ভবতী নারীদের ৪৩% এবং গর্ভবর্তী নারীদের ৫৫% রক্তাল্পতায় ভুগছে। বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পুষ্টি প্রোগ্রামের আওতায় ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশার কথা এই যে, ২০০৪ সালে রক্তাল্পতা সম্পর্কে যে জরিপ হয়েছিল সে তুলনায় ২০০৭ সালের জরিপে দেখা গেছে যে আগের চেয়ে রক্তাল্পতায় আক্রান্ত হওয়ার পরিমাণ কমেছে। ২০০৪ সালে যেখানে ৫২.৪ শতাংশ কিশোরী রক্তাল্পতায় ভুগছিল ২০০৭ সালে সেখানে ৪৩.৫ শতাংশ কিশোরী রক্তাল্পতায় ভুগছে। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্বব্যাংকের গ্রামীণ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ লিন ব্রাউন এবং সিডার ফাস্ট সেক্রেটারি হিলারি সায়েম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব একেএম জাফর উল্লাহ খান। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন জাতীয় পুষ্টি প্রোগ্রামের নির্বাহী পরিচালক বিমান কুমার সাহা। জাতীয় পুষ্টি প্রোগ্রামের আওতাধীন এলাকার কিশোরী মেয়েদের রক্তাল্পতা পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন হেলেন কেলার ইন্টান্যাশনালের কান্ট্রি ডিরেক্টর শ্যানটেল উইটেন।

নারীর ক্ষমতায়নের সঙ্গে জাতীয় পুষ্টি প্রোগ্রামের সমন্বয় সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনালের শরিফুল হক।

দেখা গেছে নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন যত ঘটেছে ততোই তার এবং তার পরিবারের জীবনমান উন্নত হয়েছে, স্বাস্থ্য সচেতনতা বেড়েছে, আত্মবিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে রক্তাল্পতার হার কমেছে এবং স্বাস্থ্য সমস্যা কিছুটা হলেও কমেছে।